—লোমহর্ষণ ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস—

হত্যা-বিভীষিকা

—দার্শনিক পণ্ডিত—

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ফাল্গুন—১৩৩৪

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল
শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী
৭৮।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
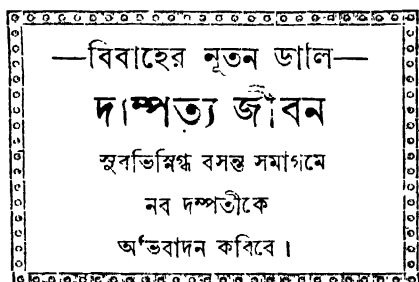
প্রিণ্টার—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার শীল,
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৫৯নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

উপহার

মর্ত্তে স্বর্গ নন্দনের রাতুল শোভা
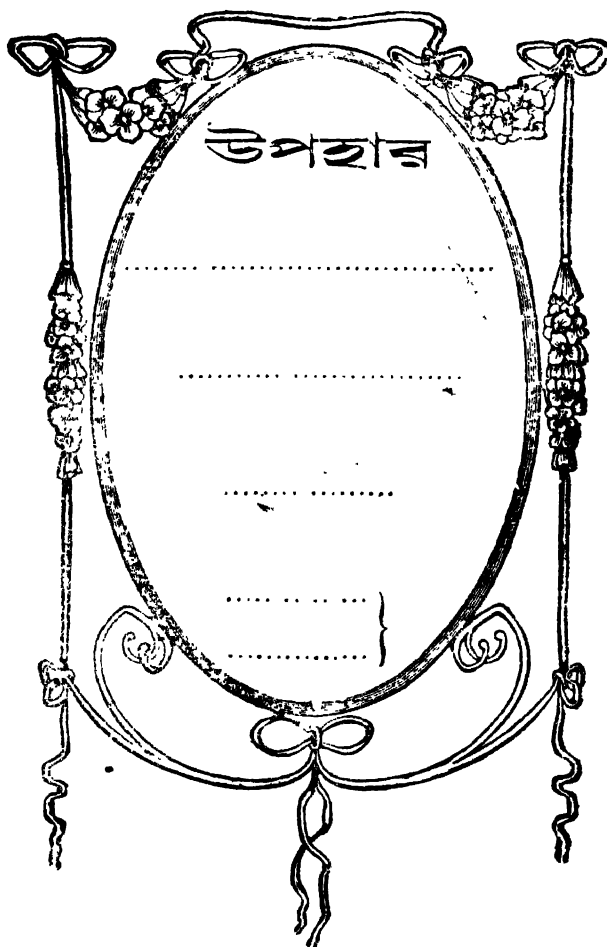
ভূতলে—অতুল আলোক আভা

বাংলার নবাব

সিরাজউদ্দৌলার

সৌন্দর্য্যের খেলা—রূপের মেলা

—হীরাঝিল—

—নির্ম্মেতা—

বঙ্কিম ভ্রাতুষ্পৌত্র—দামোদর দৌহিত্র

মতিঝিল প্রণেতা

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্রাট

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

অসংখ্য রত্নে—অপূর্ব্ব সাজে—অতুল চিত্রে—স্বর্গ শোভায়

মহাবিস্ময় তরঙ্গে—বাংলার আকাশ আলোকোজ্জ্বল করে

অচিরে ভেসে উঠ্‌বে—

রামধনুর ন্যায় মোহন অঙ্গে

হত্যা-বিভীষিকা

[১]

বৈশাখ মাস,—কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতি ভাব। আজ দশদিন ধরিয়া প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। কদাচিৎ কোন সময় একটু আধটু রৌদ্র ফুটিতেছে,—আর জল-বাতাসে একেবারে প্রকৃতিকে অতি শীতল করিয়া তুলিতেছে।

বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে, এই সময়ে সুন্দর নগরের একটী বিস্তৃত প্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া গোবিন্দলাল একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

নামে সুন্দর নগর—কিন্তু কাজে সে নগর নহে, সামান্য ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য নানাবিধ জাতির বসতি। গোবিন্দলাল ব্রাহ্মণ—বয়স পঁচিশ বৎসরের উপরে নহে।

গোবিন্দলাল একান্তে বসিয়া পত্র পাঠ করিতেছিলেন,—মেঘ-বিজড়িত দিবসে সমস্ত গ্রামখানি নিস্তব্ধতার কোলে বিশ্রান্ত। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে;—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া মেঘ-খানা অতি ম্লান-মুখে বসিয়া আছে। গোবিন্দলাল যে পত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাহা এই :—

শনিবার ;—বেলা ১২টা ।

পাষাণ-হৃদয় !

আমি ঘুমাইতেছিলাম, * * দিদি আপনার হস্ত-লিখিত পত্রখানি লইয়া আমার ঘরে আসিয়া বলিল, এই যে * * * বাবু পত্র দিয়েছেন ;—আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই বিছানায় শুইয়া শুইয়াই পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম। বৃহস্পতিবার সেই ঝড় জলের সময় আলো জ্বালিয়া আপনাকে আপনার প্রথম পত্রের উত্তর লিখি, আপনি পাইয়াছেন কি না, বলিতে পরি না। প্রিয়তম ! বাড়ীতে বসিয়া বসিয়াই কি আমায় পত্র লিখিবেন ? কলিকাতায় কি আর আসিবেন না ? এ দাসী কি আর আপনাকে দেখিতে পাইবে না পত্র পড়িয়া কি প্রাণ স্থির থাকে ;—প্রাণ যে আরও জ্বলিয়া যায় ; আরও দেখিবার বাসানা প্রবল হইয়া উঠে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না—কি করি ! ওগো আমার কি হ'লো ? এ জ্বালা জুড়াইবার স্থান কোথায় পাই ? আর যে সহ্য করিতে পারি না। নিষ্ঠুর ! এমনি করিয়াই কি কাঁদাইতে হয় ? কত দিন যে দেখি নাই,—একবার দেখা দিন। মিথ্যাবাদী—মনে নাই আমায় কি কথা বলিয়া বাড়ী গিয়াছেন,—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, যদি আপনাকে কলিকাতায় আর না আসিতে দেয় ?—আপনি বলিয়াছিলেন, "না, আসিতে দিবে না ; বাড়ীতে আমার কি করিয়া চলিবে !" আমি বলিলাম, "যদি পীড়াপীড়ি করে ?" আপনি বলিলেন—"আমি কিছুতেই থাকিব না, শুক্রবারে নিশ্চয় আসিব,—যদি কোন কারণবশতঃ না আসিতে পারি, শনিবারে নিশ্চয়ই আসিব।"—আমার গা ছুঁইয়া বলিয়াছিলেন,

তাহা কি অপনার মনে আছে? বোধ হয় ঐ কথা আমাকে প্রাণের সহিত বলেন নাই—বলিতে হয়, তাই মৌখিক বলিয়াছিলেন, নতুবা পাষাণ হইয়া ভুলিয়া রহিলেন কেমন করিয়া? নির্দ্দয় হইয়া থাকিবেন না, কলিকাতায় আসুন। কলিকাতায় আসিতে আপনার মন নাই, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, নতুবা যে কোন প্রকারেই হউক কলিকাতায় নিশ্চয় আসিতেন। অধিক আর কি লিখিব, যদ্যপি কখন কলিকাতায় আসেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এ দাসীকে দর্শন-দানে চরিতার্থ করিবেন ;—মনে থাকে যেন ভুলিবেন না। আপনার সময়মত এ দাসীকে একখানা পত্র লিখিবেন। আমি বুঝিতে পারিলাম, এ পৃথিবীতে প্রেম নাই—আছে কেবল প্রেমের লাঞ্ছনা। আমার শরীর একটু ভাল— * * *।

প্রিয়তম! কলিকাতায় আসিবেন। নিতান্ত পাষাণ হইয়া থাকিবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন। এইবার আসা চাই-ই। শুধু পত্র লিখিলে আমি শুনিব না। না আসিলে আমি যাইব—বুঝিয়া কার্য্য করিবেন, নিবেদন ইতি—

আপনারই "নীলিমা।"

একই পত্র দশবার করিয়া পড়িয়া পড়িয়া গোবিন্দলাল তাহার ভাবসাগরে ডুবিতেছিলেন—মজিতেছিলেন। এই সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

সন্ন্যাসীর আগমনে গোবিন্দলালের চমক ভাঙ্গিল! তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া একখানা চৌকী আনিয়া সন্ন্যাসীকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী উপবেশন করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে

কুক্ষিস্থ সাবধানরক্ষিত একখানা কাপড় বাহির করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রাদি মুছিতে লাগিলেন! গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কুশল ত?"

সন্ন্যাসী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমাদের আবার কুশলাকুশল কি বাবা? তুমি কেমন আছ?"

গো। আমার হৃদয়ে যে নরকানল জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিবার নহে।

স। নরকানল কি? প্রেমই জগতের সার।

গো। দরিদ্রের পক্ষে নহে। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি দিবারাত্রি বক্ষে রাখিতে না পারিলাম, তবে সুখ কোথায় প্রভু?

স: তাহাতে অন্তরায় কি?

গো। অর্থ।

স। সে কি তোমার নিকট কেবল অর্থ ই চাহে?

গো। না প্রভু! তাহা নহে। তবে যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি সুখী করিতে না পারিলাম, সে যদি অন্যপ্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উদরের উপায় করিতে থাকিল, তবে আমার আশা পূর্ণ হয় কৈ?

স। সাধনায় সকলই সিদ্ধি হয়। সাধনা কর অর্থও পাইবে! গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিলেন! শেষে অতি গম্ভীরমুখে বলিলেন,—"পরকালের পথ কণ্টকিত হইবে।"

স। কিন্তু ইহকালে পরম সুখে—থাকিবে,—ধন ঐশ্বর্য্য প্রচুর

হইবে। যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহা সাধনফলে সিদ্ধি করিতে পারিবে।

গো। কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুরের কার্য্য।

স। সাধনার পথ কুসমাস্তৃত নহে! আর শাস্ত্র বলিতেছেন, ক্রমে ইহকালের কাজ করিতে করিতে ঐ সাধনাবলে পরকালের পথও পরিস্কৃত হইবে।

গো। ঐরূপ কার্য্যে যে অধর্ম্ম হইবে, সে পাপ কিরূপে স্খালন হইবে?

স। দেবীর কৃপায়।

গোবিন্দলাল বলিলেন,—"আমার হৃদয়ে যে নরকানল জ্বলিতেছে, তাহা হইতে পরকালের নরক অধিক কিনা জানি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে, হইবে। নীলিমাকে চাই—নিরবচ্ছিন্ন নীলিমাকে বক্ষে রাখিতে যদি আমাকে রৌরব নরকে ডুবিতে হয়, প্রস্তুত আছি। অর্থের প্রয়োজন—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।"

সন্ন্যাসীর মুখে মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। সন্ন্যাসী কাপালিক—বামাচারী। যথার্থ শাস্ত্রার্থ অজ্ঞাত,—কদর্য্যার্থ পরিজ্ঞানে সাধনায় প্রবৃত্ত। গোবিন্দলালকে দিয়া কতকগুলি কার্য্য করিয়া লইতে ইচ্ছুক তাই তাহার এ প্ররোচনা। গোবিন্দলাল কলিকাতার এক বেশ্যা-প্রণয়ে মুগ্ধ। বেশ্যার তুষ্টার্থে অর্থের প্রয়োজন। সেই বেশ্যার লিখিত পত্রই গোবিন্দলাল পাঠ করিতেছিলেন। অর্থের জন্য গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কামার্ত্ত ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। গোবিন্দলাল

সন্ন্যাসীর আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। সন্ন্যাসী তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া অতি ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলিকথা বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় হইলেন। বৃষ্টিটাও তখন একটু থামিয়া ছিল।

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া চিন্তা করিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অশ্রুত-স্বরে বলিলেন—"নীলিমা, প্রাণাধিক! তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। তোমারি সুখের জন্য সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। তোমারি সুখের জন্য ভীষণ বহ্নি হস্তে করিলাম। কেবল প্রচুর অর্থাভাব-জন্যই আমি তোমার নিকট সর্ব্বদা থাকিতে পারি না—দেখিব অর্থ হয় কি না। সন্ন্যাসী কখনই মিথ্যা বলিবে না। আর সে-দিন যাহা আমাকে দেখাইয়াছে, তাহাতে সন্ন্যাসীকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না—সন্ন্যাসী সব করিতে পারে।"

---

[২]

গোবিন্দলালের বিবাহ হইয়াছিল,—কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। এপর্য্যন্ত আর তিনি বিবাহ করেন নাই। বিবাহের জন্য অনেক ঘটক আসিয়াছিল, অনেক কন্যার বাপ, তাঁহার পিতার নিকট কন্যাভারের সহিত অনেক তৈল লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল বেশ্যা নীলিমার প্রণয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়ায়, আর সে বিবাহে স্বীকৃত হয়েন নাই। অবশ্য দেশের কেহই এ সংবাদ জানিতেন না, তাঁহারা ভাবিতেন, মৃতা পত্নীর প্রণয়ই তাঁহাকে বিবাহে বিমুখ করিয়াছে। গোবিন্দলাল শিক্ষিত এবং কলিকাতায় মাসিক প্রায় শতমুদ্রা বেতনে চাকুরী করিতেন। সেই অর্থেই তাঁহার খরচ পত্রের সঙ্কুলান হইত। কিন্তু যখন বারবিলাসিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, আফিসে সময়মতে উপস্থিত ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা-জনিত আফিসের কার্য্যে অত্যন্ত গোলযোগ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। আর চলে না—অগত্যা তিনি বাড়ী আসিলেন।

এতদিন পরে সহসা গোবিন্দলালের মত পরিবর্ত্তন হইল। গোবিন্দলাল বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিলেন,—"আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইতেছি।"

কথা সত্বরেই তাঁহার পিতামাতার কর্ণে উঠিল। তাঁহাদের আর আনন্দ ধরে না। পুত্রের বিবাহ দিবেন, বিবাহ করিতে পুত্রের

মত হইয়াছে, তাঁহারা এ ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। মধুময়ী কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে বরং ভ্রমরা পালের আনাগোনা হইতে বিলম্ব হয়, বরং ক্ষতস্থানে পূঁয হইলে মাছির পাল একটু পরে আসে—কিন্তু মাসিক শত রৌপ্যমুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারে, এমন মনুষ্য বিবাহ করিবে, এ সংবাদ প্রচারিত হইলে, কন্যাভারাগ্রস্ত মানব-নিচয় অতি সত্বর আনাগোনা আরম্ভ করিয়া দেয়। গোবিন্দলালদের বাড়ীতেও তাহাই হইল—দিন নাই, রাত্রি নাই—কেবলই কন্যাভারগ্রস্ত ম্লানমুখ মানবের যাতায়াত হইতে লাগিল। শেষে নিকটবর্ত্তী গ্রামের শশীভূষণ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত গোবিন্দ-লালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

শশীভূষণ চক্রবর্ত্তীর সংসারের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু কন্যাভারক্লিষ্ট মানবের অবস্থা দেখিলে চলে না—কন্যার বিবাহে যাহার বাস্তুভিটা বিক্রয় না হইল, তাহার মানব জন্মই বৃথা! শশীভূষণের একমাত্র কন্যা উমা,—তাহার কি আর টাকার ভয়ে একটা মূর্খ ও কুরূপ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে! বিশেষতঃ আর ত কচিকাচা নাই—স্ত্রীপুরুষের দু'টা পেট; ভগবান যাহা করেন, তাহাই হইবে,—ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ ফর্দ্দমত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, গোবিন্দলালের পিতাকে কন্যা দেখিতে আমন্ত্রণ করিলেন।

গোবিন্দলালের পিতা ওরফে রামহরি ঘোষাল আজ কন্যা দেখিতে শশীভূষণের বাড়ীতে গমন করিবেন। তিনি সংসার-অভিজ্ঞ লোক। পছন্দ অপছন্দ অত বুঝেন না। ফর্দ্দের টাকা মিলিলেই হইল। সে অঙ্গীকারও পাইয়াছেন।

শশীভূষণের আশা উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন বুকের ভিতর দুর দুর করিতেছিল। ভাবী বেহাইকে ভালরূপ আদর অভ্যর্থনার যাহাতে ক্রটী না হয়, এই ভয়েই বেচারা সারা হইয়া যাইতেছিল। নিজে বাজারে গিয়া মৎস্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও সন্দেশ প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনিয়াছেন, নিজে বাগানে গিয়া ফল পাড়িয়া আনিয়াছেন, নিজে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বাহিরের ঘরের বিছানা করিয়া রাখিয়াছেন—বুঝি অপরে এ সমস্ত কাজ করিলে বেহাইএর পছন্দমত হইবে না,—আজ বুঝি তাঁহার মনোরঞ্জনই শশীভূষণের একমাত্র ভরসার স্থল।

গৃহিণীও শশীভূষণাপেক্ষা কম ব্যস্ত নহেন। তিনিও মধ্যাহ্নের আহারাদি তাড়াতাড়ি সম্পাদন করাইয়া সকাল সকাল রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন! রন্ধন-শাস্ত্রে তাঁহার এত দিনের অভিজ্ঞতার যেন আজ একটা মহাপরীক্ষা হইবে। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর যেন একটা মস্ত লাভ লোকসান নির্ভর করিতেছে। নতুবা এত যত্ন, এত পরিশ্রম সব মিথ্যা। গৃহিণীর সঙ্গে পাড়ার পাঁচ মেয়ে আসিয়া যোগ দিয়াছেন,—কুটনা কুটা, বাটনা বাটা প্রভৃতির ভার তাঁহারা নিজস্কন্ধে লইয়াছেন।

বেলা পাঁচটা বাজিতে গোবিন্দলালের পিতা রামহরি ঘোষাল মহাশয় পুরোহিত সঙ্গে করিয়া শশীভূষণের বাড়ীতে আসিয়া দর্শন দান করিলেন। কিরূপে অভ্যর্থনা করিলে যথেষ্ট শীলতা, নম্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ পাইবে, শশীভূষণ প্রায় দু' তিন ঘণ্টা ধরিয়া আপনার সহিত সে সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছিলেন। অনেক-গুলা ভাল ভাল কথাও জিহ্বাগ্রে জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ঘোষাল মহাশয় তাঁহার ভুঁড়ি, রেলির থান, গরদের চায়না-

কোট, আর মোটা ঘড়ির চেইন লইয়া হাজির হইলেন, এবং উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার যাতনাক্লিষ্ট শশীভূষণকে দেখিয়া কাঁচাপাকা গোঁফের পাশ হইতে খুব গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"নমস্কার মহাশয়" তখন শশীভূষণ একটা বড় রকমের ঢোক গিলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত যত্নে সংগৃহীত ভাল কথাগুলা সহসা ধাক্কা পাইয়া মসৃণ জিহ্বার উপর গড়াইতে গড়াইতে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। শশীভূষণ যখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে গেলেন, তখন তাহারা নাগালের অনেক বাহিরে। শশীভূষণের ইচ্ছা ছিল, সৌজন্যের একটা রীতিমত অভিনয় করিয়া ভাবী বৈবাহিককে আপ্যায়িত করে। কিন্তু শেষে ?—"আজ্ঞা হাঁ" "পরম সৌভাগ্য" "মহাশয়ের পদধূলি" ইত্যাদি ভগ্নপদ, ন্যুব্জদেহ দু একজন মাত্র অনেক সাধনার পর জিহ্বামঞ্চে দেখা দিয়া কতকটা মান রাখিল। অভিনয়ের যেটুকু অঙ্গহানি হইয়াছিল, অতিরিক্ত মাত্রায় হাত কচলাইয়া শশীভূষণ সেটুকু সারিয়া লইলেন।

ঘোষালমহাশয় বরের বাপ, কাজেই শশীভূষণের সহস্ত-পাতিত বিছানার উপর বড় তাকিয়ায় কনুইয়ের ভর দিয়া আড় হইয়া দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া গড়গড়ার নলে মুখ লাগাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। শশীভূষণ তৎপার্শ্বে উপবেশন করতঃ অনুগ্রহ-পয়োধি-মন্থিত ঘোষালমহাশয়ের মুখভাণ্ড-ক্ষরিত একবিন্দু সুধার লালসায় তৃষিত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। তখন ঘোষালমহাশয় একবার চোক মেলিয়া চাহিলেন। গড়গড়ার নলে একটা লম্বা টান দিয়া—একটা ছোট হাসির কিরণে শশীভূষণের সন্দেহ-

কণ্টকিত অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া নলটা তাঁহার হাতে দিলেন।

অনেকটা ভাবনা চিন্তার পর সুখসেব্য তাম্রকূট পাইয়া শশীভূষণ ভাবিলেন, ঘোষাল মহাশয়ের মুখ না হউক, অন্ততঃ এই গড়গড়ার নলটা সুধাভাণ্ড!

তাম্রকূট! তুমি সন্তাপীর তাপহারক, তোমাকে নমস্কার। তুমি না থাকিলে আমি হয়ত এতদিন চির-বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিতাম। তুমি আমার দৈহিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ নষ্ট করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার! তোমার প্রসাদে আমি উত্তমর্ণের তাড়না, অধমর্ণের অসাধুতা ভুলিয়া যাই, তোমার প্রসাদে রাগ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি রিপুর প্ররোচনা বিস্মৃতি হই। তোমারি প্রসাদে বসন্তকাল, কোকিলের পঞ্চম, পাপিয়ার সপ্তম, ফুলের পরিমল, চাঁদের সুধা, চাঁদবদনীর আড়নয়ন এ সকলে আমার কিছুই করিতে পারে না।—অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমারই প্রসাদে কাহারও শ্লেষ, কাহারও বিদ্রূপ আমার কর্ণে পৌছায় না—তোমাকে নমস্কার। হে তাম্রকূট! আমি তোমার উপাসক ও একান্ত ভক্ত—কিন্তু তুমি তেমন ভক্তবৎসল নহ। কেন আমার তাম্রকূটাধার মধ্যে মধ্যে শূন্য হয়, কেন তুমি অক্ষয় হও না। তোমার জন্য আমি সকলই সহিতে পারি, সকলই পরিত্যাগ করিতে পারি। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি শয্যাপরি প্রণয়িনী আসীনা, আমি ধীরে ধীরে হে তাম্রকূট! তবানুসন্ধানে নিরত। ভৃত্য কি এ রাত্রে থাকে! বড় বিপদ। তাম্রকূট না সেবন করিলে যে প্রাণ যায়। প্রণয়িনী রাগিতেছেন—সকোপ-দৃষ্টিতে মিটি মিটি চাহিয়া দীপক-

রাগের কোমলস্বরে বলিলেন,—ও গো ! সারাদিন খাটুনী, রাত্রেই বা কোন্ সোয়াস্তি যে একটু আলো নিভাইয়া ঘুমাই। কিন্তু আমি কি হে তাম্রকূট ! তোমার সেই প্রকার ভক্ত যে, এই সামান্ত বাধায় তোমার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি ? আমি কি জানি না যে, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" সৎকার্য্যের বহু বিঘ্ন। প্রণয়িনী শেষে স্বর বদলাইয়া পার্শ্বপতিত পুস্তকখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"ও গো ! আমায় এইটুকু বুঝাইয়া দাও।" ততক্ষণ আমি, হে তাম্রকূট ! তোমার বক্ষে ভাঙ্গা টিকা কুড়াইয়া আরোপিত করিয়া ফুৎকার পাড়িতেছি—পাছে নিভিয়া যায়— প্রণয়িনী বিড়বিড় করিয়া বলিলেন—"গুলিখোর, গুলিখোর"— শুনিয়াও শুনিলাম না। প্রেম করিতে হইলেই লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। হে তাম্রকূট ! তোমার উপর আমার অহেতুকী প্রেম,—দেখ, যেন ভুল না।

শশীভূষণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাকু-রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া, ভাবী বৈবাহিকের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন— "মেয়ে দেখা কি এখন হইবে ?"

ঘোষালমহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, হানি কি ? তবে আগে দেনাপাওনার ফর্দ্দটা সহি হইয়া গেলেই ভাল হয় না ?"

শ। তবে তাহাই হউক।

দেনাপাওনার ফর্দ্দে সহি হইয়া গেল। তৎপরে কন্যা দেখা হইল। মেয়ে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয়ের বড় পছন্দ হইল। শশীভূষণের কন্যা উমা যখন তাহার সেই ঝুম্‌রো ঝুম্‌রো চুল-ঘেরা পুরন্ত, নিটোল পানপানা মুখখানা তুলিয়া সলজ্জ ছলছল চোক

মেলিয়া একবার ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল, তখন বুড়োর মনে হইল, অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি —কিন্তু এমন শ্যামাসুকেশী লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ত দেখি নাই। এই মেয়েটীকেই বৌ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। এতটা মনে হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শশীভূষণকে বলিতে পারিলেন না যে, আমার ছেলে তোমাকে দিতেছি, শুধু তোমার মেয়েটিকে আমাকে দাও। অন্য দেনা পাওনায় আর কাজ নাই। তাহা হইবার নহে— কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে ভিটাচ্যুত করাই যে ভদ্রতা!

যাহা হউক কন্যা পছন্দ হইল। সন্ধ্যার পর আশীর্ব্বাদ হইবে। শশীভূষণ স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। সংবাদটা শীঘ্রই বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—গৃহিণীর আর আনন্দ ধরে না শশীভূষণ বাজার হইতে দধি সন্দেশ পান সুপারি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যসমুদয় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন, গৃহিণী প্রতিবাসিনী কুটুম্বিনীদের নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আনিলেন। সন্ধ্যার পরেই বাড়ীটি আলোময় হইয়া উঠিল— চারিদিকে কলরব। চারিদিকে বাক্যস্রোত। ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে। মুখুয্যেদের মেঝমেয়ে নারায়ণী আসিয়াই শঙ্খটা হাতে লইয়াছে—শঙ্খটা তাহার একচেটিয়া হইয়াছে। সন্ধ্যা না লাগিতেই গরীব শঙ্খের উপর সে এত জুলুম করিতেছে যে, সে বেচারা ভাবিতেছে, হায়! কেন সমুদ্র-স্বদেশ ছাড়িয়া দু'খানি কচি পাতলা ঠোঁটের লোভে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছি। বড় ভুল করিয়াছি—কিন্তু আর উপায় নাই। মরিয়াছি যে—নহিলে ফিরিতাম।

সন্ধ্যার পর যথা-সময়ে আশীর্ব্বাদ আদি হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মিষ্টান্নাদি লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

[৩]

আশীর্ব্বাদের কয়েক দিনই পরেই গোবিন্দলালের সহিত উমার বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় গোবিন্দলাল দেখিলেন—দুইটি কামকটাক্ষশূন্য পটল-চেরা চোক তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বুকটা যেন একবার কেমন করিয়া উঠিল। যাহা হউক বৈবাহিককার্য্য সমাপ্ত হইলে, গোবিন্দলাল সস্ত্রীক গৃহে গমন করিলেন।

আজ ফুলশয্যা। শশীভূষণ বাস্তুভিটা বিক্রয়ার্থ দিয়া ভারে ভারে ফুলশয্যার জন্য দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। বিকাল হইতে গ্রাম্য যোষিৎগণ আসিয়া গোবিন্দলালদিগের বাড়ীতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ,—ফুলশয্যার ফলারে তাঁহাদিগের পরিতুষ্টি সম্পাদন হইবে; আর তাঁহাদিগের রচিত কুসুম-শয়নে গোবিন্দলালদিগের দাম্পত্য-প্রেমের পরিবর্দ্ধন হইবে।

যথা-সময়ে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ফুলশয্যার ফুলভূষণে ভূষিত হইয়া গোবিন্দলাল ও তদীয় নবোঢ়া পত্নী কিশোরী উমা একত্রে একগৃহে-অবস্থান করিলেন। কৌমুদী-বিভূষিতা রজনী —মধুর মলয়ানিলে দিগন্তানুপ্রাণিত কুসুম সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। গৃহের জানালা দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়া নবদম্পতি শয়ন করিলেন, ক্রমে যামিনী দ্বিতীয় যামে পদার্পণ করিল, বালিকাও নিদ্রিতা হইয়া পড়িল—গোবিন্দলালের নিদ্রা নাই। গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া তিনি কি ভাবিলেন। ভাবনা যেন অত্যন্ত

গভীর। সুগভীর চিন্তায় তাঁহার কপোলপ্রদেশে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে—মুখভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

সহসা তাঁহার গৃহের দরওয়াজায় খট্ খট্ শব্দ হইল। গোবিন্দলালের চিন্তা ভঙ্গ হইল; তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষ-প্রবিষ্ট কৌমুদীমাখা নববধূর মুখখানির প্রতি একবার চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন, অতঃপর স্পন্দিত-হৃদয়ে দরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালকে কহিলেন, "আইস বাহিরে যাই।" নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে উভয়ে বাড়ীর বাহির হইলেন। বাড়ীর পার্শ্বে পুকুরের ধারে একটা আম্র-বাগান—উভয়ে সেই আম্র-বাগানে দিয়া উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আজই দিন, কেমন পারিবে ত?"

গোবিন্দলাল একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আহা, নিতান্ত বালিকা—নিতান্ত সরলা!"

স। মায়া হইতেছে?—একদিনে এত ভাল বাসিয়াছ, এক দিনে পূর্ব্ব প্রণয়িনীকে একেবারে ভুলিয়াছ। মহাজনেরা যথার্থই বলিয়াছেন যে, যুবকগণের ভালবাসা অন্তরের নহে, চোখের। ভালবাসিতে বা ভুলিতে অধিকক্ষণ লাগে না।

গো। না ঠাকুর, আমি নীলিমাকে ভুলি নাই; এ জীবনে কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিবও না।

স। তবে তাহাকে যাহাতে সর্ব্বদা বুকে রাখিতে পার, যাহাতে তাহাকে সুখী করিতে পার—মোটকথা ইহকালে মনের যে কোন

সুখ উপভোগ করিয়া অন্তে পরমাগতি লাভ করিতে পার, এমন কাজে তোমার অপ্রবৃত্তি হইতেছে কেন?

গো। অপ্রবৃত্তি বা অনিচ্ছা নহে ঠাকুর! নীলিমার জন্য আমি সকলই করিতে পারি, তাহাকে পাইবার জন্য আমি সমস্ত বিষয়ে প্রস্তুত আছি। তবে ঐ বালিকাটির লাজভরা সুন্দর মুখখানি, আর বলি বলি বলিতে পারি না ভাবে অর্দ্ধস্ফুট দুই একটি কথাতে উহার উপরে আমার কেমন একটা মোহ জন্মিয়াছে।

স। সাধনা-ভজনা মায়ামোহের কর্ম্ম নহে। শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইলে কঠোর ব্রতাবলম্বন অবশ্য-কর্ত্তব্য।

গো। প্রস্তুত হইলাম—অস্ত্র দিন।

সন্ন্যাসী একখানি ক্ষুদ্র খড়্গ গোবিন্দলালের হস্তে প্রদান করিলেন। গোবিন্দলাল তাহা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি মুণ্ডটি এইস্থানে আনিয়া আপনার নিকট দিব, কি অন্যত্র যাইতে হইবে?"

স। হাঁ, এইখানেই আনিবে।

গো। এই একটি মুণ্ডতেই কার্য্যোদ্ধার হইবে ত?

স। না; আরও চারিটি চাই,—মহাশ্মশানে পঞ্চ মুণ্ডের উপর দেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া সাধনা করিতে হইবে।

গো। আর মুণ্ড কোথায় পাইব?

স। সে আমি ঠিক্ করিয়া দিব।

গোবিন্দলাল অতি বিষণ্ণ-বদনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহের দরওয়াজা ভেজান ছিল,—ঠেলিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বালিকার ঘুমন্ত মুখখানির প্রতি চাহিয়া গোবিন্দলাল

অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তোমাকে বলি দিয়া আমি তাহাকে লাভ করিব। হায়! তুমি জানিতে পারিলে না যে, আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি প্রেমের জন্য নহে,—বলির জন্য। করালবদনী কালিকে! আমার সহায় হও—আমার মনাভীষ্ট সিদ্ধ কর।

গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী-প্রদত্ত খড়্গোত্তোলন করিলেন। পার্শ্বের বাঁশবাগান হইতে একটা পেচক অতি কর্কশ-কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—একদল শৃগাল ঊর্দ্ধমুখে ডাকিয়া অশিব ঘোষণা করিয়া দিল! আর বিলম্ব হইল না,—গোবিন্দলালের খড়্গ বালিকার কণ্ঠদেশে আপতিত হইল। নববিবাহিতা বালিকার কণ্ঠদেশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেহটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না,—সে একখানা বস্ত্রের উপর মুণ্ডটি বসাইয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল,—যাইবার সময় খড়্গখানি লইয়া যাইতে ভুলে নাই।

যেখানে সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিল, গোবিন্দলাল তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কার্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া, অতি হৃষ্টমনে মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শিক্ষা-মতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার চীৎকারে বাড়ীর সকলে জাগ্রত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহারা দেখিল, নববধূর দেহ হইতে মস্ত বিচ্ছিন্ন ও অপহৃত হইয়াছে—রক্তে গৃহখানি ভাসিয়া গিয়াছে। সকলে এই হত্যাকাণ্ডে শোকাকুল ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। অচিরেই থানায় সংবাদ গেল।

প্রভাত হইতেই থানা হইতে দারোগাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন কনেষ্টবল ও আট দশজন চৌকী-দারের শুভাগমন হইল।

দারোগাবাবু বয়সে প্রবীণ। গায়ে যথেষ্ট বল,—পেটে ভূঁড়ি, মুখে সজারুকণ্টকবিনিন্দিত একরাশ গোঁফ, দাড়ি কামান—বর্ণ কৃষ্ণ, পরিধান খাকিড্রিলের কোট পেণ্টুলান। দারোগাবাবু আসিয়াই মৃতদেহ দর্শন করিলেন। দেহ আছে মুণ্ড নাই। দারোগাবাবুর বুদ্ধিতে ইহার কারণ এই নির্ণয় হইল যে, এই স্ত্রীলোকটিকে অন্য একজন ভালবাসিত, সে বিবাহ করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছে—এবং সেই আক্রোশে হত্যা করিয়া মুণ্ডটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি গোবিন্দলাল ও বাড়ীব অন্যান্য লোকের এজেহার ও জবানবন্দী লইয়া সিদ্ধান্তে পাকারূপেই উপনীত হইলেন।

গোবিন্দলাল দারোগাবাবুর সাক্ষাতে এইরূপ বলিলেন,— "আমি ও আমার পত্নী উভয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া-ছিলাম। প্রথমে সে কিছুতেই মুখ তুলিবে না, কিন্তু আমি ছাড়িলাম না—ঘোমটা খুলিয়া দিয়া হাত কাড়াকাড়ি করিয়া, ছলে-বলে কথা কহাইলাম। তারপর ধীরে ধীরে, সাবধানে, সভয়ে সে আমার সঙ্গে অনেক কথা কহিয়াছিল। ক্রমে অনেক রাত্রি হইল,—আমার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ; সেও ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে একবার দরওয়াজা ঝনাৎ করিয়া উঠিল—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে-ও? আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া বলিল,—"আমি বাহিরে যাইব।" আমি আর কোন কথা

কহিলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী ঘরে না আসিতেই আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, আমার স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া দুয়ার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং যে হত্যা করিয়াছে, সে তাহা দেখিয়াছিল—সে গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া আমার এই সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়া গিয়াছে।"

দারোগাবাবুও সেইরূপ লিখিয়া পড়িয়া লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

---

[৪]

পুলিশ-হাঙ্গামা অতি সহজেই মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু গোবিন্দলালের বুকের হাঙ্গামা সহজে মিটিল না। সেই সংসারানভিজ্ঞা বালিকার ঘুমন্ত মুখখানি নিরপরাধে তাহাকে পিশাচের ন্যায় হত্যা করা, তাহার মৃতদেহের ছট্‌ফটানি এই সমুদয় মনে পড়িয়া গোবিন্দলালকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবেন,—হায়? সন্ন্যাসীর পরামর্শে কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি। কেন তাঁহার পরামর্শে বিবাহ করিলাম, কেন তাঁহার পরামর্শে একটি বালিকাকে নিরপরাধে নিহত করিলাম—কেন নারীহত্যা মহাপাতকে লিপ্ত হইলাম; হায়! আমার গতি কি হবে?

গোবিন্দলাল বাহিরের ঘরে বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি খামে-আঁটা, লাল-কালিতে লিখিত, এবং পার্শ্বে একটি সবুজ ও লোহিত রঙ্গে ছাপান সুন্দর ফুল, তৎপার্শ্বে ক্ষুদ্রাক্ষরে ইংরাজীতে দুইটি ক্ষুদ্র কথা লেখা—তাহার বঙ্গানুবাদ এই যে, "শান্তি ও সুখে থাক।"

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ পত্রখানি হাতে করিয়া রাখিলেন। খুলিয়া পাঠ করিতে বুঝি তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি অর্থশূন্য চাহনিতে দূরপানে চাহিয়া চাহিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন,—ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি করিয়াছি। কিসের জন্য এই

মহাপাতকে লিপ্ত হইলাম, কিসের জন্য পিশাচেও যাহা পারে না, তাহাই করিয়া বসিলাম। বেদমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাহার পাণি-গ্রহণ করিলাম,—যাহাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিব বলিয়া অগ্নি-সমক্ষে প্রকাশ করিলাম—হায়! ছার বেশ্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিলাম! আমার কি হবে?

গোবিন্দলাল! একা তুমি নহ; তোমার মত শত শত যুবক ঐ পাপ কুহকে মজিয়া পরিণীতা পত্নী হত্যা করিতেছে। তুমি না হয় একেবারে এক কোপে কাটিয়াছ, আর অন্যান্য ধুরন্ধরেরা পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতেছে।

গোবিন্দলাল ভাবিলেন,—আর না, আর সন্ন্যাসীর সহিত মিশিব না, সন্ন্যাসীর পরামর্শ শুনিব না। বেশ্যার সহিত আর দেখা করিব না—আর তাহার জন্য কাঁদিব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব—সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে আত্মানুশোচনা করিয়া বেড়াইব।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া হস্তস্থিত পত্রখানির প্রতি চাহিলেন। দুই তিনবার চাহিয়া চাহিয়া শেষে খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে তাহার সমস্তটুকু পাঠ করিলেন। সে পত্র কলিকাতা হইতে তাঁহার পাপপন্থা-প্রবর্ত্তিকা বা প্রণয়িনী নীলিমা লিখিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

৫ই জ্যৈষ্ঠ—বেলা ৩৷৹টা

পাষাণ-হৃদয়!

আপনি আমায় বলিয়াছিলেন, বাড়ী পৌঁছিয়াই চিঠি লিখিব। অদ্য নয় দিবস হইল একখানিও চিঠি লিখিলেন না। কলিকাতায় আসিলেই ভালবাসা উথলিয়া উঠে, আর বাড়ী গেলেই সব ভুলিয়া

যান। প্রেমিকবর আমার না অসুখ দেখিয়া গিয়াছেন! আমার সহিত আপনি আলাপাদি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাকে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তা বলিয়া কি আমি কেমন আছি, একখানি পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে নাই? এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি আত্মসংযম করিয়া আছেন। তবে দুই দিনের জন্য কেন মিছামিছি লাফালাফি কবিলেন? পূর্ব্বেই সাবধান হইতে পারিতেন ত। এখন আমায় বিশেষরূপে মজাইয়া আমার হৃদয়ের মরমে মরমে আগুন জ্বালিয়া দিয়া আত্মসংযমে বসিলেন? ধন্য আপনি! আমার সাধ্য কি যে আপনাকে চিনিতে পারি। হায় হায়! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেন আপনার ছলনায় মজিলাম! এখন যে প্রাণ যায়! হায় প্রিয়তম! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমায় ছাড়িব না, এবং ছাড়িতেও পারিব না। পাষাণ!—প্রাণের পাষাণ! এখন কেন ভুলিলেন? আপনার প্রাণ কি এতই কঠিন! মনচোর! সত্যই কি এ দাসীকে পদদলিত করিবেন? আর কি এ দাসীর প্রতি করুণা-কটাক্ষে চাহিবেন না? আপনাকে দেখিয়া আমি যে সকল যাতনা ভুলিয়াছিলাম। হৃদয়নিধি! নিষ্ঠুর হইও না,—আমার কাতর অনুরোধ ভুলিবেন না। আমি তো আপনার কোন অনিষ্ট করিতেছি না। তবে কেন এ দাসীর প্রতি বিরূপ হইতেছেন? বিমুখ হইবেন না, মনে রাখিবেন। আমার মাথা খান, মরামুখ দেখেন, পত্রপাঠ উত্তর লিখিবেন, প্রণাম নিবেদন ইতি।

আপনার পদদলিতা—

"নীলিমা"!

গোবিন্দলাল পত্রখানি দুই তিনবার পাঠ করিলেন, শেষে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায়! মানুষকে এমনি করিয়াই কি মজাইতে হয়? মানুষকে এমনি করিয়াই কি অধঃপাতে দিতে হয়? যাহা হউক, আমি আর তাহার নিকট যাইব না। আর এ পত্রের উত্তর দিব না। কিন্তু প্রাণ বুঝে না—ওঃ! আমার সে যে বড় সুন্দর। আমি যে তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। তাহার কথা মনে হইলে, আমি যে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া যাই,—তবে তাহাকে কেমন করিয়া ভুলিব! কিন্তু সে যদি এখন মরিয়া যায়, তবে তাহাকে কোথায় পাইব, কেমন করিয়া তাহাকে দেখিব! তাই ভাবি না কেন, সে আমার নাই।

গোবিন্দলাল মাথামুণ্ড ছাই ভস্ম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় তথায় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোবিন্দলাল অন্যান্য দিন যেমন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থানাদি করিয়া থাকেন, আজি আর তাহা করিলেন না। সম্মুখে একখানা চৌকী ছিল, তাহাতে বসিতে বলিলেন। চতুর সন্ন্যাসী ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, গোবিন্দলালের চিত্ত এই হত্যাজন্য কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়াছে। মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী বলিলেন,—"গোবিন্দলাল, কেমন আছ বাবা?"

গো। ভাল নাই, প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছি।

স। কিসে আঘাত পাইয়াছ?

গো। পাপে।

স। সে পাপ নহে।

গোবিন্দলাল গলার স্বর অতি মৃদু করিয়া বলিলেন, "নরহত্যা

যদি পাপ না হয়, বালিকাকে আজন্ম রক্ষা করিব, ভরণ পোষণ করিব, লজ্জা সরম মান সম্ভ্রম সমস্তই রক্ষা করিব বলিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়া আসিয়া স্বহস্তে বলি দিলে যদি পাপ না হয়, তবে জগতে আর পাপ কিসে আছে?”

সন্ন্যাসী গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—জগজ্জননী জগদম্বার তুষ্টার্থ যাহা করা যায়, তাহা পাপ নহে।”

গো। পাপ পুণ্য বুঝি না। কিসে কি হয় জানি না—তবে আমি বুঝিতেছি, আমি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি।

স। তোমার হাতে ও কিসের কাগজ?

গো। একখানা চিঠি।

স। কোথা হইতে আসিয়াছে?—বলিতে বাধা আছে কি?

গো। হাঁ। সেদিন বিবাহের বাজার করিতে গিয়া তাহার ওখানে গিয়াছিলাম, বাড়ী আসিয়া চিঠি লিখিব কথা ছিল, লিখি নাই—তাই লিখিয়াছে।

স। পত্রখানি আমি শুনিতে পাই না?

গোবিন্দলাল পত্র পাঠ করিলেন। সন্ন্যাসী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “আহা! বেশ্যার হৃদয়ে এমন প্রেম, এমন ঐকান্তিকতা আমি কখনও শুনি নাই। যথার্থ ভালবাসা জন্মিলে বার-বনিতাও নিষ্কৃতি পায় না। পত্রে যাহা লিখিয়াছে, তুমি তাহাকে যথার্থই তাহা বলিয়া আসিয়াছিলে?

গো। কি বলিয়া আসিয়াছিলাম?

স। আমি তোমাকে ভুলিব—আমি তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব?

গো। হাঁ, বলিয়াছিলাম। আপনার পরামর্শে এই বিবাহ করা স্থির করিয়া অবধি আমার প্রাণে কেমন একটা অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়াছে, যেন তখন হইতেই আমার মনে হইতেছে, হায়! আমি বুঝি মরণের পথে—নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি। ভাবিলাম, এ সকলের মূল কারণই বেশ্যার প্রণয়—তাই তাহাকে ঐ কথাই বলিয়াছিলাম।

স। বলিতে তোমার কষ্ট হয় নাই? যে তোমাকে এত ভালবাসে, তাহার মুখের উপর এত বড় কথাটা বলা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম্ম নহে কি?

গো। আমি নিষ্ঠুর নহি?—হাঁ ঠাকুর। আমি পিশাচ,—আমি ঘোর নারকী।

স। কিন্তু ভালবাসার নিকট বড় কঠিনও কোমল হয়, তাই তোমার প্রাণের কথা বলিতেছি। কি করিয়া বলিলে যে, আর তোমাকে ভালবাসিব না?

গো। আমি বলিলাম,—দেখ, খেঁদু!—

স। খেঁদু কি? তুমি যাহাকে ভালবাস, সে কি খাঁদা?

গোবিন্দলাল মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—"না ঠাকুর, সে খাঁদা নহে, বাঁশীর মত তাহার সুন্দর নাক। একদিন তাহাদের বাড়ীর দুইটি স্ত্রীলোকে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, একজন আমাকে সুন্দর বলিতেছিল, আর একজন নীলিমাকে সুন্দর বলিতেছিল—শেষে আমাদের দুই জনকে ডাকিয়া ইহারা মীমাংসা করিতে লাগিল! আমরা ঐ কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া দুইজনে হাসিয়া মরিতে

লাগিলাম। একটা ব্যঙ্গভাবের গান গাহিয়া গাহিয়া আরও হাসিতে লাগিলাম, গানটা এই—

"ইডি-ন বন-বিলাসিনী খেঁদি আমাদের,
খেঁদি আমাদের, আমরা খেঁদির, খেঁদি সকলের।
শুক বলে, আমার খ্যাঁদা কল্কি অবতার,
শারী বলে, আমার খেঁদি কিম্ভূত-কিমাকার,
নইলে মানাবে কেন ?
শুক বলে, আমার খ্যাদা কেমন সাবান মাখে,
শারী বলে, আমার খেঁদি পাউডারে রং ঢাকে,
কোথায় সাবান লাগে ?
শুক বলে, আমার খ্যাঁদা খবরের কাগজ লেখে,
শারী বলে, আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে,
ইহার কোন্‌টা ভাল ?"

সেই অবধি আমি তাহাকে খেঁদি বলিয়া ডাকি, কখন কখনও পত্রেও খেঁদু বলিয়া লিখি—সেও আমাকে উহা বলে বা লেখে।

স। যাক্ ; তারপরে ?

গো। তারপরে আমি বলিলাম, খেঁদু। তোকে ভাল বাসিয়া আমি সব ভুলিলাম—আমার বুঝি ইহকাল পরকাল সকলই নষ্ট হইল, আমার উপায় কি খেঁদু ? সেও বলিল,—আমার উপায় কি খেঁদু ; আমি ত এমন ছিলাম না।

স। আহা ! তাহাকে কি করিয়া বলিলে, তোমায় ভাল-বাসিব না ?

গো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, খেঁদু! তুই আমাকে ভালবাসিস্? বেশ্যার হৃদয় বুঝা ভার। সে ছলছল-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল– খেঁদু! আমি তোমায় ভালবাসিয়া মরিয়াছি—প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। যতদিন এ দেহ পতন না হইবে, তত দিন বুঝি তোমায় ভুলিতে পারিব না।

স। তারপর তুমি কি বলিলে?

গো। আমি বলিলাম—খেঁদু। যাহাকে ভালবাসিতে হয়, তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করা কি কর্ত্তব্য নহে? উত্তরে সে বলিল, "প্রাণপণে কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম, "আমার মান, সম্ভ্রম, কাজকর্ম্ম সমস্তই যায়, অতএব আর আমাকে চিঠি পত্র লিখিও না, আর আসিতে অনুরোধ করিও না,—আমি আর তোমার এখানে আসিব না।"

স। শুনিয়া সে কি বলিল?

গো। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধ থাকিল—মূর্ত্তি বড় স্থির—বড় গম্ভীর। শেষ ছলছল-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি না আসিতে বলিলে তুমি আর আসিবে না? আমি পত্র না লিখিলে তুমি আর লিখিবে না?—কেবল আমি আসিতে বলি বলিয়াই তুমি আইস? কেবল আমি পত্র লিখি বলিয়াই তুমি লেখ? হা ভগবান!

স। তারপর?

গো। তারপর আমি বলিলাম—না, খেঁদু! আমার প্রাণের আকুল বাসনাতেই আসি—কিন্তু চিত্ত সংযম করিব। সে আমার এই কথা শুনিয়া আবার কি ভাবিতে বসিল, ভাবিয়া চিন্তিয়া

আমায় বলিল—"তুমি আমায় ভালবাস ?" আমি বলিলাম, বড় ভালবাসি বলিয়াই ত চিত্ত-সংযমের কথা বলিতেছি, যদি এত ভাল না বাসিতাম—তবে আসিতে আপত্তি কি ছিল ? সে বলিল, "তুমিই না বলিলে, যাহাকে ভালবাসা যায়—তাহার উপকার করিতে হয় ?"

স। ইহার অর্থ কি ?

গো। শুনিয়া যান। আমি বলিলাম, ভালবাসিলে তাহার উপকার করিতে হয় বৈ কি। সে বলিল—আমার একটা উপকার কর—আমি তোমা ভিন্ন অন্যকে চাহি না, আমাকে দু'টো পেটের ভাত দিবে ? আমি তোমাকে লইয়া থাকিব। যদি তুমি না আইস,—আমি হতভাগিনী, পতিতা রমণী—যদি আমার সংসর্গে আসা একান্ত মহাপাতক বলিয়া আর না আইস—তবু আমাকে দু'টা পেটের ভাত দিবে, আমি তোমারই রূপধ্যানে জীবনাতিবাহিত করিব।" আমি কোন কথা কহিলাম না।

সন্ন্যাসী—চতুর সন্ন্যাসী বলিলেন, "গোবিন্দলাল ! সে তোমাকে বড় ভালবাসে, তাহার প্রাণে ব্যথা দিও না। আমার পরামর্শ-মত কার্য্য কর। দেবীর দয়া হইলে টাকার অভাব তোমার হইবে না। তাহাকে রাণীর মত রাখিতে পারিবে। টাকা, স্বাস্থ্য, মান, সম্ভ্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি হইবে।"

গোবিন্দলালের চিত্তভাব পরিবর্ত্তন হইল। কাহার না হয়, একদিকে বিবেকের মৃদু আঘাত, অপরদিকে বেশ্যার প্রণয়-কুহক, ধনের বিপুল প্রলোভন ! গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনার পরামর্শ মতে কার্য্য করিতে আমি অপ্রস্তুত নহি, তবে কার্য্য বড় নৃশংসেয়।"

সন্ন্যাসীর কক্ষদেশে একটা সুরাপূর্ণ বোতল ছিল, তাহা বাহির করিয়া বলিলেন,—"ইহাতে মায়ের প্রসাদ কারণবারি আছে, পান কর।"

গোবিন্দলাল গৃহমধ্যে গমন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পান করিলেন। সুরাবিষ মস্তকে উঠিল। তখন সন্ন্যাসীর দুই পায়ে ধরিয়া সজলনেত্রে গোবিন্দলাল বলিলেন,—"ঠাকুর! প্রতারণা করিবেন না। ডুবেছি তো পাতাল কত দূরে দেখিব—আমার খেঁদুকে সুখে রাখিবার জন্য আমি সব করিব, কিন্তু যেন প্রতারিত না হই।"

সন্ন্যাসী পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন,—"তুমি দেখ, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।"

গোবিন্দলাল বলিলেন,—"আমি রাজা হইতে চাহি না! আমার খেঁদুকে রাণী করিব।"

অতঃপর সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের কাণের কাছে মুখ লইয়া কতকগুলি কথা বলিয়া, তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

---

[৫]

স্বরূপনগরের নিম্ন দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত। ভরা ভাদ্রের খর-স্রোত বুকে করিয়া ইছামতী কাহার উদ্দেশে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইছামতীর কল্ কল্ সন্ সন্ গতি-শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না—ক্বচিৎ দূরে মৎস্যজীবির উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সঙ্গীতের শেষ তানটুকু বড় মধুর শুনাইতেছিল। এমন সময় সেই তীরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল কি ভাবিতেছিলেন,—ঊর্দ্ধে—আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়া তাঁহার তরল রজত-কিরণে সমস্ত বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিলেন, আর একটা নাছোড়বান্দা পাখী তাহার প্রাণের অত্যন্ত করুণ-কাহিনীতে ডাকিয়া ডাকিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইয়া দিতেছিল।

গোবিন্দলাল একা দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তথায় আর একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, সে স্ত্রীলোক। বয়স চল্লিশেরও উপরে হইবে। বর্ণ কালো,—মোটাসোটা, হাসি-চাহনিতে ভরা ভরা। তাহার কাঁখে কলসী—হাতে একটা চুপ্‌ড়ী।

গোবিন্দলাল তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"আমি তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি। তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?"

সে হাসিয়া বলিল,—"আমার কাজ কি সহজ!"

গোবিন্দলাল মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"এত কঠিনই বা কিসে?"

স্ত্রী। সে কি সহজ মেয়ে!

গো। কি বলিল?

স্ত্রী। স্বীকার করে না।

গো। একদম্ না?

স্ত্রী। একদম্ না।

গো। বুঝিলাম, এ জগতে প্রেম নাই—প্রাণ দিয়াও প্রাণ মিলে না।

স্ত্রী। অন্য চেষ্টা দেখিব?

গো। না।

স্ত্রী। কেন?

গো। এটা কি মাছ শাক। একটা না হইল, আর একটার খোঁজ করা গেল।

স্ত্রী। ইহা হইবার কোন উপায় দেখি না।

গো। আমার অদৃষ্ট। তোমাকে যথোচিৎ পুরস্কার দিতাম। আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। অন্য একদিন আমার সহিত দেখা করিও। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল,—গোবিন্দলালও চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—আমি কোথায় চলিলাম, ক্রমে যে নরকের অতি নিম্নদেশে নামিয়া পড়িলাম, আমার গতি কি হইবে?

গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে বসিয়া পড়িলেন। খরস্রোতা নদীর পানে উদাস-নেত্রে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! আমি কি করিতেছি। কেন সন্ন্যাসীর পরামর্শে আমি এ

কুকাণ্ডে মাতিতেছি। কেন আমি ডাকিয়া ডাকিয়া নিরয়বহ্নি বুকে লইতেছি! কিসের জন্য আমার এ সকল করা। আমার খেঁদু—খেঁদুকে না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না। ভাল, আমি ত চাকুরী করিলে মাসে কিছু না হইলেও একশত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি। খেঁদু আমার নিকট জোর করিয়া কিছুই চাহে না, তবে আমি চাহি খেঁদুকে আমার একা করিয়া রাখিতে। ভাল—আমার উপার্জ্জিত অর্থে কি তাহার চলিতে পারিবে না। আমি চাহি, তাহাকে রাণীর মত রাখিতে। সন্ন্যাসীর কথা কি সত্য হইবে? এই পঞ্চ মুণ্ডের উপর দেবীর আসন স্থাপন করিয়া শ্মশানে তাঁহার সাধনা করিলে, যথার্থই কি আমি মনোমত বরলাভ করিতে পারিব? যথার্থই কি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইব?

খেঁদু! প্রাণাধিক! তোমার জন্য আমি আমার মান সম্ভ্রম জাতিকুল-জ্ঞান-ধর্ম্ম সমস্তই বিসর্জ্জন দিতেছি, স্বহস্তে পরিণীতা পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি—আবার এই মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছি। তুই আমায় ভুলিস্ না। তোকে সুখে রাখিবার জন্যই আমার এই সমস্ত মহাপাতকে পরিলিপ্ত হওয়া।

প্রেম বোধ হয় চিত্তের মধুরতম বৃত্তি। তাই মাধুর্য্যের স্রষ্টা কবির প্রেম অবশ্যম্ভাবী অবলম্বন। অনাদিকাল হইতে প্রেম কাব্যের উপাদান। কিন্তু বুঝিতে পারি না, পাপেও কেন প্রেমের বীজ উপ্ত হয়।—কেন এত কঠোর, এত নৃশংস হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠে। কেন এমন মরুভূমে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকে প্রেম না বলিয়া যদি রূপজমোহ বলা যায়, তাহাতে একটা ঘোর সন্দেহ আসিয়া পড়ে। রূপজমোহ কয়দিন থাকে, রূপসম্ভোগের

সহিত সে পিপাসা কেন মিটে না—ইহা বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি না বলিয়াই—এই খেলা।

গোবিন্দলাল সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী-সৈকতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সকল ভাবনা ভুলিলেন—তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই কুহকিনীর মুখখানি ফুটিয়া উটিল। গোবিন্দলালের কণ্ঠে মিষ্টস্বর ছিল, তিনি সেখানে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। গানে বুঝি প্রাণের ভাব বাহির হয়। গাণে বুঝি প্রাণের আগুন একটু কমে। গোবিন্দলাল গাহিতে লাগিলেন,—

হরষ আকুল পিককুল গাহিছে ;
দশদিক্ পুলকিত, তরুলতা হরষিত,
হরষে আকাশে শশী হাসিছে।
তটিনী হৃদয়-পরে, জোছনা পুলক-ভরে,
হের সুখে খেলিছে।
যুগল মিলন হেরে, আমার পরাণ যে রে,
'সে কোথা' 'সে কোথা' ব'লে কাঁদিছে।

---

[৬]

সতীশচন্দ্র মিত্র জাতিতে কায়স্থ। বাড়ী স্বরূপ-গাঁ—আসামে চা বাগানে ডাক্তারী কার্য্য করেন; বাড়ীতে দূরসম্পর্কীয়া বিধবা মাসীমাতা ও স্ত্রী আছেন। স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, একটি মাত্র কন্যা সন্তান হইয়াছে। কন্যাটীর বয়স চারি বৎসর। সতীশের স্ত্রীর নাম মালতী।

মালতীর উপর গোবিন্দলালের পাপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে; ভগবান জানেন,—এ প্রেমের কোন্ প্রকার বিকাশ। একজনে মন সঁপিয়া আবার অন্যের উপরে কিরূপে আকৃষ্ট হয়! আমরা বুঝি, এ যে শ্রেণীর প্রেম, তাহার পরিণতিই এই প্রকার;—কিম্বা বুঝি উদ্দেশ্যই পৃথকরূপ আছে!

সেদিন ইছামতী নদীতীরে সেই স্ত্রীলোকের সহিত গোবিন্দলালের এই কথাই হইয়াছিল। তৎপরে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি যে বলিয়াছিল,—কাজ বড় শক্ত, কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু পাপের প্রলোভন, রূপের আকুলতা সহ্য করা, দমন করা, কিঞ্চিৎ কঠিন। মালতী স্ত্রীলোকের পাপপ্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃতা হয় নাই।

মালতীর কন্যার একদিন ভারি জ্বর হইল,—গোবিন্দলাল সে সংবাদ পাইয়া ডাক্তার লইয়া তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, যে কয়দিন তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইয়াছিল, সে কয়দিন যাতায়াত করিয়া, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বড় ঘনিষ্টতা

করিলেন। মালতী এক একবার তাঁহার দিকে চাহিত, সেই স্ত্রীলোকটীর কথা স্মরণ করিত—স্বামীর মুখ মনে পড়িত—আর শিহরিয়া উঠিত ; সে বুঝিতে পারিতেছিল, গোবিন্দলাল আটাকাটি দিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। কি জানি, বিধাতার মনে কি আছে ! সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিত।

একদিন গোবিন্দলাল তাহাদিগকে দেখিতে গেলেন। একেবারে বাড়ীর ভিতর উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী তখন আদুড়-গায়ে কন্যাকে স্তন দিতেছিল। গোবিন্দলালকে দেখিবা মাত্র গায়ে মাথায় কাপড় দিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া বসিল। গোবিন্দলাল তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই সর্ব্বনেশে হাসি ! শিহরিয়া মালতী ছুতা করিয়া গৃহমধ্যে উঠিয়া গেল।

তারপর হইতে গোবিন্দলাল ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। মালতী দেখিতে পাইল, ক্রমে গোবিন্দলালের সহিত তাহার মাস্‌শাশুড়ীর বড় ঘনিষ্টতা আরম্ভ হইল,—সে ঘনিষ্টতা দেখিয়া মালতীর মনে সন্দেহ হইল। সন্দেহ হইবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, একদিন তিনি মালতীকে বলিলেন—হাঁগা, বৌমা ! ও তোমার কি রকম আক্কেল ? গোবিন্দলাল তোমার দেওরের মত ! তা, দেওরের সঙ্গে কথা কহায় দোষ কি ? মালতী বুঝিতে পারিল, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বলিতে কি, গোবিন্দলালকে ঘন ঘন দেখিতে দেখিতে, মালতীর আবার ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মালতী বুঝি আর সাম্‌লাইতে পারে না। সে ঘরে গিয়া ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে সজল নেত্রে মাঝে মাঝে ভগবানকে কতই ডাকিত,—"হে দুর্ব্বলের বলদাতা, নিরা-

শ্রয়ের আশ্রয়,—এ দুর্ব্বলকে বল দাও। এই আশ্রয়হীনের সহায় হও।"

একদিন গ্রীষ্মকালের দিবা দুই প্রহরের সময় বালিকা কন্যাকে কোলে লইয়া মালতী ঘরের মেঝেতে আলুথালু অবস্থায় ঘুমাইতেছিল, নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বে বসিয়া গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতেছে। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। নির্লজ্জ গোবিন্দলাল, তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল! সেই স্পর্শে মালতী কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বশরীর কেমন করিতে লাগিল, একটিও কথা কহিতে পারিল না। হাতের ভিতর হাতখানি ঘামিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন—"আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। আমাকে যদি নিরাশ কর, তোমার সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইবে। তোমাকে ভুলিবার উপায় আমার নাই।"

মালতীর দুর্ব্বলচিত্ত তখন বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন চেতন ছিল, কি অচেতন ছিল, কিছুই মনে করিতে পারিল না। বুঝি চোখ দিয়া আরও জল পড়িয়াছিল, বুঝি মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল;—সহসা মালতীর পতনোন্মুখ দেহ গোবিন্দলাল দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। মাথাটা ঘুরিয়া গিয়া গোবিন্দলালের বুকের উপর পড়িল।

সে তাহার সর্ব্বস্বধন হারাইল।

দশ বার দিন পরে, একদিন রাত্রে গোবিন্দলাল মালতী গৃহে আগমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। মালতী এবং মালতীর কন্যাও

সেই গৃহে শয়ন করিল। ক্রমে রাত্রি মধ্য যামে গত হইলে, মালতী ঘুমাইয়া পড়িল। কন্যাটি অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মালতীকে নিদ্রাগত দেখিয়া গোবিন্দলাল পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া তাহার নাসারন্ধ্র-সমীপে একখানি রুমাল ধারণ করিলেন। সম্ভবতঃ তাহাতে উগ্র ক্লোরোফরমের গন্ধাপ্লুত ছিল,—সেই গন্ধে মালতীর চক্ষুতারা প্রসারিত ও নিশ্বাসবায়ু হ্রাস হইয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল সেই রুমালখানি মালতীর চারি বৎসরের নিদ্রিতা কন্যার নাসারন্ধ্রে ধারণ করিলেন, তাহারও অজ্ঞানতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নির্ম্মম—নরপিশাচ গোবিন্দলাল তাহাকে বুকের উপর করিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইল। দ্রুত অথচ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে একটি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল—সেখানে বালিকাকে বৃক্ষতলে শায়িত করিল। একটা গাছের গোড়ায় এক-খানা খড়্গ লুকান ছিল, সেখানা বাহির করিয়া বালিকার কণ্ঠদেশে তদ্দ্বারা সজোরে আঘাত করিল—এক আঘাতে গলা কাটিল না, দুই তিন আঘাতে দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। তখন গোবিন্দ-লাল। খড়্গ ও মুণ্ড লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল—নদীতীরে একটা ঝোপের মধ্যে সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, গোবিন্দলাল তাঁহাকে হাতের মুণ্ড ও খড়্গ প্রদান করিয়া, সেই বাগানে ফিরিয়া আসিল! সেখানে একটা গর্ত্ত কাটা ছিল, তন্মধ্যে বালিকার দেহ প্রোথিত করিয়া, গোবিন্দলাল নদীতীরে চলিয়া গেলেন। পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা কাটি জ্বালিয়া দেখিলেন, তাহার পায়ের জুতায় রক্ত লাগিয়াছে। ধুইয়া ফেলিলেন, ধুইয়াও যখন রক্তের দাগ গেল না, তখন জুতা দুইখানি নদী-

তীরে পঙ্কবালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া মালতীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—এবং গৃহের দরওয়াজা খুলিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই মালতীর চৈতন্য হইল। সে ভাবিল, আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, গোবিন্দলাল নিদ্রাভিভূত—বস্তুতঃ গোবিন্দলাল নিদ্রিত নহেন, পাপে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শান্তি বা নিদ্রা তাঁহার নাই। তিনি গাঢ় নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া আছেন। যাহা হউক, মালতী দেখিতে পাইল, গোবিন্দলাল ঘুমাইয়া আছেন কিন্তু তাহার কন্যা? মালতী গোবিন্দলালের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ও-গো আমার মেয়ে?"

দুরাত্মা গোবিন্দলাল নিদ্রোত্থিতের ভাণ করিয়া বলিলেন, "কেন, সে ত তোমারই পার্শ্বে শয়ান করিয়া আছে।"

মালতী পাগলিনীর ন্যায় চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গোবিন্দলাল অনুসন্ধানে যোগ প্রদান করিলেন। কিন্তু আর তাহা কোথায় মিলিবে? নিশিপ্রভাত হয় দেখিয়া, গোবিন্দলাল মালতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ও-গো! আমার মেয়ে কোথায় গেল?"

গোবিন্দলাল কৃত্রিম করুণস্বরে,—"আমার আর থাকিবার উপায় নাই। যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া দেখিও। আমি আবার কাল সকালে আসিয়া সন্ধান করিব এবং গ্রামের অন্যত্রও সন্ধান করাইব। এ সম্বন্ধে থানাতেও একটা সংবাদ দিতে হইবে।

গোবিন্দলাল চলিয়া গেল। মালতী কাঁদিয়া মাস্‌শাশুড়ীকে

ডাকিয়া সমস্ত বলিল। এদিকে রজনীও প্রভাত হইয়া গেল। মালতীর কন্যা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল—কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। দারোগা আর ইহার তদন্ত জন্য গ্রামে আসিলেন না, ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিলেন মাত্র ইহাই পুলিশের নিয়ম।

মালতী কন্যাকে না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। শোকে পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিল—হায়! তাহার হৃদয় হইতে কে তাহার সর্ব্বস্বধন কাড়িয়া লইয়াছে! গোপনে এই শোকের সময় মালতী অনেকবার গোবিন্দলালকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছে, কিন্তু আজি দশ বার দিনের মধ্যে তিনি আর এক দিনও মালতীকে দর্শন দান করেন নাই। বুঝি গোবিন্দলালের যে জন্য মালতীর সহিত প্রণয় করা, তাহা সংসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মালতী এখন বুঝিল,—স্বামীই তাহার সব। যাহা শীতল সলিল বলিয়া পান করিয়াছিল, তাহা গরল। নতুবা এমন দুঃসময়ে কি গোবিন্দলাল তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন। মালতী বুঝিতে পারিল, এ প্রণয় সুখের সময়ের,—অসময়ের নহে। হায়! সে কেন মজিল, কেন নরকে নামিল। তাহার স্বামীর সে পবিত্র প্রণয়—সে স্নেহ-মায়া-মাখান প্রীতি, সে কেন ভুলিল! বুঝি তাহারই মহাপাতকে তাহার অপাপবিদ্ধ কন্যাকে কোন্ দেবতা হরণ করিয়া লইয়াছেন। মালতী গৃহাঙ্গনের একধারে একটা ভাঙ্গা প্রাচীরের নিকট বসিয়া হাপুস্-নয়নে

কাঁদিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেদিন শুক্ল পক্ষের নিশি, কিন্তু আকাশে অল্প অল্প মেঘ থাকায়, জ্যোৎস্নাটা কিন্তু ঘোলাটে ঘোলাটে হইয়াছে।

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেই ভগ্ন প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া তাহার মেয়ে দাঁড়াইয়া, তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। মালতী পাগলিনীর মত ছুটিয়া কন্যাকে কোলে লইতে গেল, কিন্তু কোথায় কন্যা? মালতী ভাবিল, আমার কি ভ্রম হইল। আবার স্পষ্ট—স্পষ্টতর—দূরে ঐ মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। এবার মালতী সেই স্থান হইতেই সেই মেঘাবিল জ্যোৎস্নালোকে ব্যাকুল-নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহারই কন্যা—কিন্তু তাহার কেশপাশ উন্মুক্ত ও আলু-লায়িত! উন্মুক্ত কেশগুচ্ছ অবিরামবাহী রুধিরধারা! কণ্ঠদেশে ভয়াবহ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ঐ সকল ক্ষতমুখ হইতে, যেন ঝলকে ঝলকে রক্ত উছলিয়া উঠিতেছে। মালতী আর চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সাম্‌লাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল;—তাহার সে চীৎকার কেহ শুনিতে পাইল না। বাড়ীর নিকট অন্য কোন লোকের বাড়ী ছিল না, তাহার মাস্-শাশুড়ীও তখন বাড়ী ছিলেন না। সেই ছায়ামূর্ত্তি তখন অতি গভীর ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট কাতর কণ্ঠে কহিল, "মা; ও-মা! চীৎকার করিও না তোমার কোন ভয় নাই। আমি আর সে দেহে নাই, তোমাদের ভাষাতে আমি মরিয়াছি। আমি মরিয়াছি, তোমারই পাপে। যেদিন গোবিন্দলাল, তুমি ও আমি একঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, দুর্ব্বৃত্ত গোবিন্দলাল ঔষধের আঘ্রাণে তোমাকে ও আমাকে অজ্ঞান করিয়া, আমাকে লইয়া গিয়া আম্রবাগানে খড়্গাঘাতে অতি কঠিনরূপে হত্যা

করিয়াছিল। হায়! আমি তখন একটু শব্দ করিবারও সময় পাইলাম না। দুঃসহ যাতনায় মুহূর্ত্তমাত্র হাত পা আছাড়িয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য জন্মিল, তখন দেখিলাম আমার সেই ছিন্ন-কণ্ঠ-দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত গোবিন্দলাল, মুণ্ড চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। এই যে আমার গলদেশে তিন চারিটা ক্ষত দেখিতে পাইতেছ, এই সমস্তই সেই নিষ্ঠুর অসুরের খড়্গাঘাতের ফল। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া আমার সেই মুণ্ডহীন দেহটিকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া নদীতীরে চলিয়া গেল। গোবিন্দলালের জুতায় রক্ত লাগিয়াছিল, সে উহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল; কিন্তু রক্তের দাগ কিছুতেই উঠিল না, সুতরাং জুতা সেইস্থানে পুঁতিয়া, রাখিয়া দ্রুত-পদে চলিয়া গেল।"

বালিকা অনেকক্ষণ নীরেব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"আমি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছি। মা! তুমি যদি দয়া করিয়া আমার এই কথা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দাও—তাহা হইলে আমার এই জ্বালা জুড়ায়—পাপীর শাস্তি হয়। তুমি না পার, এই সমস্ত কাহিনী বাবাকে লিখিয়া পাঠাও, এবং তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিয়া পাঠাও, যেন এই সমস্ত ঘটনা তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে লেখেন। ইহা করিলে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব—আমি এখন মুক্তাত্মা, ইহা না করিলে তোমাকে অভিসম্পাত করিব।"

ছায়ামূর্ত্তি শেষোক্ত কথা কয়টি একটু কর্কশ-কণ্ঠে বলিয়া, চক্ষের

পলকে বাষ্পে পরিণত হইয়া শূন্যে মিশিয়া গেল, কোথায় বা সেই রুধিরধারা, কোথায় বা সেই আলুলায়িত কুন্তল, কোথায় বা সেই ভীষণ ক্ষতের ভয়াবহ দৃশ্য—আর কোথায় বা সেই অমানুষকণ্ঠের কাতর স্বর! সমস্তই সে ছায়ার সঙ্গে শূন্যে মিশিয়া গেল। মালতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আড়ষ্ট ও স্তম্ভিতভাবে আত্ম বিস্মৃতীর মত রহিল।

রাখ বাবু তোমার গল্প লেখা। এ কি আরব্য উপন্যাস—না, পেত্নীর কাহিনী! মানুষ মরিয়া ভূত হইল, ভূত হইয়া আবার তাহার সেই সূক্ষ্মশরীরে ক্ষতের চিহ্ন থাকিল, রুধিরের ধারা বহিল, চুলগুলা এলাইয়া পড়িল, মায়ের সঙ্গে আসিয়া বেশ করিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিল—আর জ্বলন্ত প্রতি-হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য তাহার খুনের কথা মাজিষ্ট্রেটকে বলিতে অনুরোধ করিল।—এসকল কাহিনী কি? এই সভ্যতা লোকপ্রাপ্ত পাঠক পাঠিকার নিকট এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডিত নরনারী সমাজের—এই পাশ্চাত্য সায়েন্সভক্ত মানব মানবীর সম্মুখে এমন কথা কি লিখিতে আছে। বন্ধ কর তোমার কলম। সন্ধ্যার সময় ঈষচ্চঞ্চল মৃদু-মলয়-প্রবাহিত বারেণ্ডায় বসিয়া খোকা খুকিকে ঐ গল্প শুনাইয়া ঘুম পাড়াইও,—আমাদের নিকট কেন বাপু।

কথাটা ঐ প্রকারেরই বটে। কিন্তু মানুষ মরিয়া কি ভূত হয় না? এ বিশ্বাস কি আপনাদের নাই? ব্যাস বাল্মিকীর কথা ছাড়িয়া দেই, কেন না সে সকল কথায়, সে সকল প্রমাণে এখন আর বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ইয়োরোপের বর্ত্তমান কালের অন্যতম বিজ্ঞান গুরু, বিখ্যাতকীর্ত্তি, এল্‌ফ্রেড্ রাসের

ওয়ালেসের সাক্ষ্য বোধ হয় অগ্রাহ্য হইবে না। ডক্টর ওয়ালেস্ যুগতত্ত্ব-প্রবর্ত্তক ডারউনের সহযোগী ও সমান পদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আজি কালিকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সম্পদরূপে আদৃত রহিয়াছে। ওয়ালেস এখনও জীবিত আছেন, এবং এখনও বিজ্ঞানসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বৃটিশগভর্ণমেণ্টের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

ডক্টর ওয়ালেস্ আগে প্রেততত্ত্ব মানিতেন না; যাহারা উহা মানিত, তাহাদিগকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, পরে কিন্তু তাঁহার বিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, ভূত আছে—পরলোক আছে, এবং মনুষ্য পৃথিবীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে ও সেখানে সূক্ষ্মদেহী আত্মীকরূপে অবস্থান করিয়া আপনার পার্থিব জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আরও তিনি এ বিশ্বাস করেন যে, পরলোকগত আত্মা অবস্থা-বিশেষে ও অধ্যাত্মজগতের বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনজন্য সময় সময় মানবদিগকে দর্শন দান করিয়া থাকে, এবং কথাবার্ত্তাদি কহিয়া থাকে।

ডক্টর ওয়ালেস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় যে, এই অপ্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড়জগতের কার্য্যপ্রণালী কিংবা নিয়মাবলীও অতি শীঘ্রই পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে।

এখন কথা হইতে পারে, সূক্ষ্ম শরীরেই না হয় আত্মা থাকিল, —না হয়, কথাই কহিল, কিন্তু পার্থিব দেহের রুধির-ধারা, ক্ষতচিহ্ন থাকে কি করিয়া, আর চুলই বা এলাইয়া পড়ে কি করিয়া, এ বিষয়েও বিজ্ঞেরা বহু অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে জড়-শরীরের ক্ষতচিহ্ন বা রোগ ও যন্ত্রণায় কোন নিদর্শন সে অধ্যাত্ম-শরীরে থাকে না। কিন্তু আত্মিকগণ, অবস্থা-বিশেষে, কখনও কখনও পরিত্যক্ত পার্থিব শরীরের অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন।

---

[৭]

মালতী ভয়ে, বিস্ময়ে ও শোক-মোহে একেবারে মুহ্যমানা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ তাহার জ্ঞান ছিল না,—যখন সুস্পষ্ট জ্ঞান হইল, তখন আর সে ছায়ামূর্ত্তি দেখা গেল না। মালতী কম্পান্বিত কলেবরে গৃহে গমন করিল। ঘরের বসিয়া দ্রুতস্পন্দিত-হৃদয়ে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি দেখিলাম? এ কি শুনিলাম? ও কি আমার মেয়ে? ও কি বলিল?—গোবিন্দলাল তাহাকে ভুলিয়া লইয়া গিয়া খড়্গাঘাতে অসুরের মত হত্যা করিয়াছে। এ কথা কি সত্য? সত্যই কি আমার পাপে আমার প্রাণের কন্যা নিহত? —এ সমস্ত কি প্রকৃত ঘটনা, এ সমস্ত কথা কি প্রকৃত? না আমার চোখের ধাঁধা? যদি ধাঁধা হয়, ধাঁধা শুধু চোখের নহে। চোখের ধাঁধা, কানের ধাঁধা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও মনের ধাঁধা। সমস্ত ধাঁধাঁইকি এক সঙ্গে আসিয়া মিলিল?—যদি মনুষ্যের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই এরূপে একই সময়ে সুসঙ্গত ধাঁধা লাগিতে পারে, তাহা হইলে নিজের অস্তিত্বকেও ঐরূপ একটা ধাঁধা বলিয়া গণ্য করা যাইবে না কেন?—ক্ষুদ্র পল্লীর একটা ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোকের মনে এই বিশাল-তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল।

তাহার মেয়ের মূর্ত্তি সে কিরূপ দুর্দ্ধর্ষ দর্শন করিয়াছে। হায়! মালতী কেন মরিল না। হায়! গোবিন্দলাল, একি তোমারই কর্ম্ম!

তাহার মেয়ের ছায়া-মূর্ত্তি একথা বিচারকের কাছে বলিতে অনু-রোধ করিয়াছে, না পারিলে মালতীর স্বামীর কাছে বলিতে বলিয়াছে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও ত মালতী তাহা বলিতে পারে না। এ কথা

বলিলে, আসল কথা, তাহার মাহাপাতকের কথা প্রকাশ হইতে কি বাকি থাকে! কিন্তু গোবিন্দলাল! তুমি যেমন বিশ্বাসঘাতক, যেমন পিশাচ—তোমার কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া তোমাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করাই কর্ত্তব্য। হায় নরাধম! আমার বুকের ধন, স্নেহের প্রতিমা কন্যাটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া স্বহস্তে নিধন করিয়াছ?—মা! মা! একি সত্য?—মা! আয় মা! আমার কোলে আয়। দুই চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রতিহিংসায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল,—কিন্তু তাহার যে সব দিকে গোলযোগ। মস্তকে ক্ষত হইলে কুক্কুরী যেমন কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, মালতী তেমনি কি করিবে কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। সে তখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিয়া গালে মুখে চড়াইয়া, কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

হায়! সত্যই কি তাহারই মহাপাতকে তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল? সে কেন মরে না। মরণ কি তাহার নাই?

এই ঘটনার পর চার পাঁচ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে,—মালতী বড়ই বিষণ্ণ ও ভয়—বিহ্বলচিত্তে কাল কাটাইতেছে,—মেয়ের সে ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি আর তাহার নয়নপথে পতিত না হয়, এজন্য সে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বলন করিয়া চলিতেছে। কিন্তু কোন সতর্কতায় কোনই কাজ হইল না। ইহার পর আর একদিন মালতী তাহাদের গৃহাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু তখনও অন্ধকারের গাঢ় ছায়াপাত হয় নাই। মালতী সহসা চমকিয়া উঠিল আবার সেই ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

আজি আর সে মূর্ত্তির মুখে কাতারতার লেশমাত্রও নাই। সে মূর্ত্তি মালতীর সেই চারিবৎসরের কন্যার অবিকৃত প্রতিচ্ছবি। মূর্ত্তি রুক্ষস্বরে বলিল,--"মা, রাক্ষসি! তুমি আমার কথা রাখিলে না। আমার কথা মাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিলে না বা বাবার কাছে লিখিলে না, আচ্ছা থাক।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত বলিল,—"আবারও বলি, এখনও আমার কথা রাখ, নচেৎ তোমার ভারি অকল্যাণ।" মূর্ত্তি আবার অদৃশ্য হইল। মালতী ভয়ে থর্ থর্ কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আসিল ; সারানিশি ভয়ে যন্ত্রণায় জাগিয়া কাটাইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া আপনার পাপকথা সম্বলিত একথা কোথাও প্রকাশ করিতে পারিল না।

আর একদিন মালতী অতি বিষণ্ণ-চিত্তে বাড়ীর অঙ্গনে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, নিকটে অন্য কেহ নাই। সহসা অদূরে আবার সেই দৃশ্য! মালতী চাহিয়া দেখিল,—সম্মুখে সেই করাল মূর্ত্তি সন্ধ্যার রক্তিমরাগে, অধিকতর ভীষণ-ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত। আজি তাহার চক্ষু, চক্ষু নহে, যেন দুইটা জলন্ত অগ্নিখণ্ড ধগ্ ধগ্ করিতেছে। মুখচ্ছবি ক্রোধোদীপ্ত, বিকট ও ভয়ঙ্কর। বালিকার ছায়ামূর্ত্তি মর্ম্মভেদী তীক্ষ্নস্বরে কহিল,—"পাপিয়সি! নিজ-কৃত অপরাধ প্রকাশ-ভয়ে এ পাপও গোপন করিবি, আমার কথা প্রকাশ করিবি না! আজি আর তোর কিছুতেই আমার হাতে অব্যাহতি নাই।"

দেখিতে দেখিতে সে ছায়ামূর্ত্তি আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মালতী আর তাহার দিকে চাহিতে পারিল না। সে মর্ম্মভেদী

স্বরও কাণে সহিল না। ভয়ে মন ও প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল—ছায়ামূর্ত্তিও দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল।

মালতী কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে গমন করিল। মাটিতে পড়িয়া চিত্ত একটু স্থির করিল। ভাবিল, আজি না হয় কা'ল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমার মেয়ের ঐ প্রেত-আত্মাই প্রকাশ করিবে। আমার সতীত্ব-নষ্টের কথা স্বামী জানিতে পারিলে, কখনই আমায় গ্রহণ করিবেন না। সমাজেও মুখ দেখাইতে পারিব না। স্নেহের বন্ধন কন্যাটিও জন্মের মত হারাইয়াছি, তবে আর কি সুখে কাহার জন্য জীবন রাখিব। গোবিন্দলাল—পাপিষ্ঠ দুরাত্মা গোবিন্দ-লাল—তাহার নাম করিতেও এখন ঘৃণা হয়, তাহার জন্য মায়া মমতা কি? কথাটা না প্রকাশ করিলে ঐ প্রেতমূর্ত্তি যেরূপে লাগিয়াছে, তাহাতে একটা বিপদও ঘটিতে পারে, তবে এক্ষণে মৃত্যুই মঙ্গল। মালতী তাহাই স্থির করিল,—সে মরিবে। যেমন সংকল্প অমনি কার্য্য। গৃহের একটা আড়ার গায়ে কাপড় বাঁধিয়া, তদগ্রভাগ নিজ গলদেশে বন্ধন করিয়া মালতী ঝুলিয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ হাত পা আছড়াইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল।

একটু রাত্রি অধিক হইলে মালতীর মাসশাশুড়ী মালতীকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখেন—সে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি তখনই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রতিবাসিগণ আসিয়া জুটিয়া পড়িল,—সকলে বুঝিল, কন্যার শোক সাম্‌লাইতে না পরিয়া মালতী আত্মহত্যা করিয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই এ সংবাদ সমস্ত গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

———

[৮]

তৎপর দিবস প্রভাতেই গোবিন্দলাল শুনিতে পাইলেন, মালতী কন্যাশোক সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কথাটা শ্রবণ করিয়া গোবিন্দলালের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। প্রাণের ভিতর কেমন একটা দুর্ব্বিষহ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।—গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন,—হায়! আমি কি নারকী! আমি কি বিশ্বাসঘাতক! ভালবাসি ভাণ করিয়া একটী স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিলাম, তাহার কন্যাটিকে স্বহস্তে নিধন করিলাম, আর সেই অপত্য-শোকে শেষে সে আত্মহত্যা করিয়া জুড়াইল। হায়! আমার উপায় কি হইবে?

গোবিন্দলাল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিব। পথে পথে আত্মানুশোচনা করিয়া বেড়াইব।

গোবিন্দলাল একান্তে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় তথায় তাঁহার উপদেষ্টা সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"গোবিন্দলাল! কি ভাবিতেছ?"

অতি কাতর-কণ্ঠে, বিষাদ-বিহ্বল করুণ-স্বরে গোবিন্দলাল বলিলেন,—"গ্রামের মধ্যে সংবাদ রাখেন?"

স। মালতী মরিয়াছে, সেই কথাই বলিতেছ, না?

গো। হাঁ।

স। আত্মঘাতী হইয়া মরা উহার প্রারব্ধের ফল ;—তুমি কি করিবে ?

গো। হেতু কে ?

স। হেতু কর্ম্মফলদাত্রী শক্তি। তুমি আমি কি করিতে পারি গোবিন্দলাল ?

গো। তবে আমাদের সাধনসিদ্ধি-বাসনা কেন ? কেন পুরুষাকারের চেষ্টা ?

স। তুমি শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস কর ?

গো। শাস্ত্র-বিষয়ে আমার কি জ্ঞান আছে যে, বিশ্বাস অবিশ্বাস করিতে পারি ? আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ, যাহা বলেন—বিষয়ী আমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি কৈ ?

স। তবে তাহাই কর—আমি, তোমাকে যে পথে লইয়া যাই, তুমি সেই পথে চল—ইহকালে অনন্ত ধনসঞ্চয় করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করতঃ অন্তে কৈলাসধামে গমন করিতে সক্ষম হইবে।

গো। আর একদিন বলিয়াছি—আবার আজও বলিতেছি, এইরূপে মহাপাতক করিলে কি দেবীর দয়া হইতে পারে ?

স। সেদিনও বুঝাইয়াছি, আবার আজিও বলিতেছি—আত্মজন্য যে হননাদি করা যায়, তাহাই হিংসা-পদ বাচ্য—আর দেবোদ্দেশ্যে যাহা করা যায়, তাহা হিংসা বা হনন নহে।

গো। আমার চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে,—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আমি আর নর-হত্যা করিতে পারিব না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ,—শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডের উপর পঞ্চমকারে দেবীর সাধনা করিলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, এবং বিগত-পাতক হইয়া ইহলোকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ও অন্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে।

গো। আমি বুঝিতে পারিতেছি না,—নরহত্যা করিয়া, মদ-মাংস খাইয়া, দেবীর তুষ্টি-সম্পাদন করিব ?

স। তন্ত্রের তাহাই বিধান—কলিতে একমাত্র তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম; আর সমুদয়ই নিষ্ফল।

গো। তন্ত্রে কি এইরূপ বিধানই আছে ?

স। নতুবা আমি কি তোমাকে প্রতারণায় মুগ্ধ করিতেছি ? তন্ত্রে আছে,—

"মদ্য মাংস তথা মৎস্য মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ পঞ্চ মকারে সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

গো। যদি উহা পুণ্যই হইবে, তবে আমার হৃদয়ে এত আত্মানুশোচনা উপস্থিত হয় কেন! আমরা সাধারণতঃ জানি,—যাহাতে হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ। আমার যাহাতে হৃদয়ের বিমলতা সম্পাদিত হয়, তাহাই পুণ্য।

স। এখন কি সাধনা করিয়াছ যে, চিত্তে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইবে ?

গো। বুঝিলাম না, তবে আমি আর কাহারও নিকট এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়া, এ মহাপাতকে লিপ্ত হইব না। আমাকে একটু সময় প্রদান করুন।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন,—এদিকে যে দুইটি মুণ্ড সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হয়! আর তিনটি শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই সমুদয় কার্য্য সফল হয়। অন্নাদি রন্ধন করিয়া আহারের সময় কষ্ট ভাবিলে চলিবে কেন?

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসীও নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিয়া গেল। অতএব সন্ন্যাসী কহিলেন,—"তুমি কলিকাতার কোন চিঠি-পত্র পাইয়াছ?"

গো। হাঁ, পাইয়াছি—সে চিঠি প্রায়ই পাই।

স। কি লিখিয়াছে?

গো। সে যাহা লিখিয়া থাকে, তাহাই লিখিয়াছে। আমাকে যাইতে লিখিয়াছে।

স। তুমি তাহাকে ভুলিয়াছ?

গো। না ঠাকুর! জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি।

স। তবে যে বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছ?

গো। প্রাণের শান্তিই সুখ—আমি সে শান্তি হারাইয়াছি। দিবানিশি নরমের পরতে পরতে নিরয়-বহ্নি ধূ-ধূ জ্বলিতেছে।

স। একটু মনোযোগ করিয়া কার্য্যগুলি সম্পন্ন কর—এবং দেবীর প্রসাদ লাভপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়া তাহাকে লইয়া সুখী হও।

গো। এখন কিন্তু আমার অন্য ধারণা জন্মিয়াছে, যেমন

ছিলাম তেমনই থাকিলে বুঝি সুখী হইতে পারিতাম, যেমন চাকুরী করিতেছিলাম—মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহাকে দেখিয়া যেমন আনন্দলাভ করিতাম, তেমনই করিলে বোধ হয় আমার শান্তি বজায় থাকিত।

স। সুখলাভ করিতে হইলে প্রথমে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় বৈকি। আমার সঙ্গে কারণ বারি আছে, পান করিবে?

গো। তাহাতে একটু চিত্ত ভাল থাকে, কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। দিউন।

সন্নাসী মদ্যের বোতল গোবিন্দলালের হাতে দিলেন, গোবিন্দলাল তাহা পান করিলেন।

যখন সুরাবিষ তাহার মস্তিষ্কে উঠিয়া ক্রিয়ারম্ভ করিল, তখন তিনি তাঁহার প্রণয়িনী বেশ্যা নীলিমায় বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সে কি প্রকারে তাঁহাকে ভালবাসিত, কি প্রকারে তাঁহাকে যত্ন করিত—অর্থাৎ তাহার অভিসারিকা, মিলন, খণ্ডিতা, কলহান্তরিকা, কুঞ্জভঙ্গ, রসোদ্গার প্রভৃতি সমস্ত ভাবই একে একে বর্ণিত হইতে লাগিল। শেষে সন্ন্যাসীকে বলিলেন,—গতকল্য তাহার একখানা পত্র পাইয়াছি, পাঠ করিব, শুনিবেন? মুচ্‌কী হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমি ঐরূপ প্রণয় বড়ই সুন্দর দেখি। ঐরূপ প্রেমের কথা শুনিতে বড়ই ভালবাসি। কারণ ঐ ক্ষুদ্র প্রেম হইতেই মহান্ প্রেমের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শক্তির সহিত প্রেম করিতে করিতে মহাশক্তির প্রেমের দিকে মানুষ চলিয়া যায়। তুমি পত্র পাঠ কর। আমি শুনিব।"

গোবিন্দলাল একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"প্রাণের প্রিয়তম !

আপনি কি আর কলিকাতায় আসিবেন না? কলিকাতায় আসিতে আর বিলম্ব করিবেন না। ও গো! আর যে পারি না,—আর যে সহে না,—শীঘ্র আগমন করুন, নতুবা আমায় হুকুম করিলেই যাইতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, অতি শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করিবেন। প্রিয়তম! আপনি আসিবেন না, আমিও লিখিয়া লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর কি লিখিব, ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছি না, কলমও রাখি রাখি করিয়া রাখিতে পারিতেছি না—

প্রণাম নিবেদন ইতি।"

আপনারই

"নীলিমা"

স। যে এরূপ ভালবাসে, তাহাকে সুখী করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

গো। আমিও তাহা জানি, সেই জন্যই ত এ নরকে ঝাঁপ দিয়াছি।

স। এখনও বলিবে নরক?

গোবিন্দলাল বোতলস্থ মদ্য আর একটু পান করিলেন। এবার প্রাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল বারি-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! পাপ যাহা, তাহা চিরকালই পাপ। বেশ্যাপ্রণয়ে মত্ত হইলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, যে অশান্তি আসিয়া থাকে, তাহা আমার ষোল আনাই আসিয়াছে। জানি আমি, মরিতেছি—তবু মরণের পথ হইতে দূরে যাইতে পারিতেছি না। জানি আমি,

মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছি, তবু মরিতে পারি না। মরিবার সাধ্য নাই বলিয়াই মরিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমায় যেন প্রতারণা করিবেন না। আমি বড় অকুলে ভাসিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ হলাহল পান করিয়াছি। নতুবা আমার সোণার সংসার ছিল, উত্তম চাকুরী ছিল, হৃদয়ে শান্তি ছিল, গৃহে স্নেহ ভালবাসা প্রেম ছিল—কিন্তু নিজেই তাহা নষ্ট করিয়াছি, নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন,

"তোমাকে আমি অতুল সুখী করিব। মায়ের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি রাজার মত ধনসম্পত্তিশালী হইয়া পরম সুখে থাকিবে। তবে আমার অনুরোধ, তৎপর হইয়া কার্য্য কর—বিলম্বে শ্রেয়ঃ হানি হইবার সম্ভাবনা।"

গো। আমাকে এখন কি করিতে হইবে?

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের কাণের কাছে মুখ লইয়া কি বলিলেন, গোবিন্দলাল শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এমন পারিব না।"

স। শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইবে।

"ভাবিয়া দেখি।"

এই কথা বলিয়া, গোবিন্দলাল টলিতে টলিতে উঠিয়া চলিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তবে আমি আবার কাল আসিব।"

গো। হাঁ, আসিবেন।

উভয়েই তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

---

[৯]

প্রাগুক্ত ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় গোবিন্দলালদিগের বাড়ী গুরুদেব আসিয়াছেন। গুরুদেবের বয়স প্রায় ষাট্ বৎসর, বর্ণ তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায়, নাতি-স্থূল নাতি-ক্ষীণ দেহ। মুখভাব অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। দীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ ললাট, দীর্ঘাবয়ব। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলদেশে ও বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁহার নাম হরিহর তর্কপঞ্চানন।

সন্ধ্যার পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মধুর উচ্চ-কণ্ঠে গান গাহিতেছিলেন,—

মা আর কবে কি হবে,
পলে পলে কম্‌ছে আয়ু
দু'দিন বাদে ফুরিয়ে যাবে।

অজ্ঞান-জলদ-রাশি
ক্রমে ঢাকৃছে যে মা জ্ঞানশশী,
তাই বলি মা মুক্তকেশী;
মলে কি গো সাধন হবে?

ভাই বন্ধু সুতদারা,
আপন কাজে রত তারা,
অহং জ্ঞানে হৃদয় ভরা,
ফেলে সবাই পালিয়ে যাবে।

কৃপা করি মা ত্রিনয়না,
সবল থাক্‌তে রসনা,
কালী কালী বল্‌তে দেনা,
কালের ভয় সুরেশের যাবে।

তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সুগভীর মধুর কণ্ঠে গানটি গীত হইয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। গান থামিয়া গেল, কিন্তু শ্রোতা গণের শ্রবণ-বিবরে তাহার রেশ লাগিয়াই রহিল। অদূরে গোবিন্দ-লাল হৃদয়ের নিরয়-বহ্নি লইয়া বসিয়াছিলেন—তিনিও গানে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। হৃদয় পাপে তাপে বড় জ্বলিয়া উঠিলে, একমাত্র ভগবানের নামেই সেখানে শান্তি-বিন্দু পতিত হয়। বিশেষতঃ ভক্ত-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত স্বরে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইল, তাহাতে মুগ্ধ না হয় কে?

গোবিন্দলাল তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অতি নিকটে আসিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কহিলেন,—"গুরুদেব, প্রাণের অশান্তি কিসে নিবারণ হয়, প্রভু?"

তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তাপেই প্রাণে অশান্তি হয়। জগতে তাপ ত্রিবিধ প্রকারের—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। মানব এই ত্রিবিধ তাপাতীত হইলে, হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গো। তাপাতীত হওয়া যায় কিসে?

ত। জ্ঞানার্জ্জন, সাধুসঙ্গ ও ভগবানের নিষ্ঠা ভক্তি—এই সমুদয়ে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

গো। সমস্তই জানি প্রভু। কিন্তু জানিয়াও কিছু করিতে

পারি না। যাহাতে পাপ আছে, তাহাতেই মতি হয় কেন? —কেন প্রভু? এ বৈষম্য—কেন প্রভু হৃদয়ের এ প্রকার অবনতি? জানিয়া শুনিয়া মানব কেন মজে? জানিয়া শুনিয়া মানুষ কেন না ভজে? জ্ঞান আছে, জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না কেন?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"জ্ঞান আছে, যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে অতি বিশদভাবেই বিবৃত হইয়াছে। সুরথ নামক রাজা শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনগমনপূর্ব্বক মেধস নামক মহামুনির দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন,—

"প্রভো! আমাকে হৃতধন ও হৃতবল জানিয়া আমার স্ত্রীপুত্র শত্রুকে ভজনা করিয়াছে, ইহাতে আমি তাহাদিগের চরিত্রাদি উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিয়াছি, অধিকন্তু আমার প্রতি তাহাদিগের যে প্রেম তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি পোড়া মন তাহাদিগের জন্য এত কাঁদে কেন? মনকে বুঝাইতে পারি না কেন?"

জ্ঞানযোগী মেধস প্রশান্তস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"হে মনুজ-ব্যাঘ্রে! তুমি যে বলিতেছ, আমার বিষয়গোচর জ্ঞান থাকিয়াও কেন আমি অজ্ঞানের মত মুগ্ধ হইতেছি? কেন পুত্রকলত্রাদির দুর্ব্ব্যবহার অবগত হইয়াও তথাপি মমতাগর্ত্তে নিপতিত হইতেছি?—তোমার এই যে জ্ঞান, ইহা প্রকৃষ্ট নহে। এরূপ জ্ঞান প্রাণীমাত্রেরই বিদ্যমান আছে। আহার নিদ্রা সন্তান-স্নেহ এই যে জ্ঞান, ইহা প্রকৃতিজ, ইহা সকলেরই আছে। পতঙ্গাদিও নিজে

ক্ষুধায় পীড়ামান হইয়াও সংগীত কণাদিতে সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ তবুও সন্তানের দ্বারা উপকারের আশা করিতে পারে, কিন্তু পশুপক্ষীগণের তাহার কিছুই নাই—তথাপি তাহারা সন্তানাদি প্রতিপালন করিয়া থাকে। কেন করে,—জান, রাজা? এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই মহামায়ার মহা প্রভাবে সংস্থিত, এবং মুহ্যমান। বুঝিয়াও মানুষে বুঝিতে পারে না, জানিয়াও জানিতে পারে না—সে কেবল সেই মহামায়ার ধাঁধাঁ। সেই মহামায়াই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই পালন করিতেছেন, আবার তিনিই ধ্বংস করিতেছেন। তিনিই অবিদ্যা-রূপে বন্ধন করিতেছেন, আবার তিনিই পরমাবিদ্যা মুক্তির একমাত্র হেতুভূতা সনাতনী।

সুরথ কহিলেন,—"প্রভো! সেই দেবী কে? তাঁহার স্বরূপ কি?"

ঋষি কহিলেন,—তিনি নিত্যা, নিরাধারা—এই জগতই তাঁহার মূর্ত্তি—এই দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই তিনি। তাঁহার সাধনে সমস্ত বন্ধন বিদূরিত হয়।

গো। বুঝিলাম না প্রভো! সমস্ত জগৎ তাহার মূর্ত্তি, জগতের সমস্তই তিনি। কিন্তু বিজ্ঞানে একথা টিকে কৈ? বিজ্ঞানে নাস্তিকতা আনিয়া দেয় না কি?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা বিজ্ঞানের উপর এ কলঙ্কারোপ করে। বিজ্ঞানের নাস্তিকতা! যাহারা বিজ্ঞানের অনুস্বার বিসর্গও শিক্ষা করিয়াছে, তাহারাও কি এমন কথা মুখে আনিতে পারে? যদি আস্তিকতার

নির্ভর স্থিতির কোন দৃঢ় ভিত্তি কিম্বা দৃঢ় স্থান থাকে, তবে সে স্থান বিজ্ঞান। কেন না, বিজ্ঞানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আকাশের ঐ অনন্তকোটি সূর্য্য অবধি মানুষের পদতলস্থ ধূলি কণাটি পর্য্যন্ত সমস্তই এক পদার্থ ও নিয়মের একই সূতায় গ্রথিত। আর যে শক্তি সেই সূতা, অথবা নিয়মের অভ্যন্তরে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহাই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিই জীবের প্রাণের উপাস্য দেবী।

গো। বুঝিলাম, কিন্তু আর একটা সন্দেহ আছে ঠাকুর! এই দেবীকে তুষ্ট্যর্থ মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চমকারের কি প্রয়োজন?

ত। সাধনা-ভজনার একটা কথা কি জান,—যে, যে বিষয়ে সাধনা করে, সে সেই প্রকার ফল লাভ করিয়া থাকে। তুমি যদি লেখাপড়া শিখিতে গিয়া অঙ্ক-বিষয়ে খাটিয়া থাক, তাহাতে যদি তোমার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, চাকুরী করিবার সময়েও তোমার প্রভু তোমাকে সেই বিভাগেই চাকুরী দিবেন। এইরূপ সাহিত্য বিজ্ঞানেও। যাহার রজোগুণে সাধনাসিদ্ধ বিষয়ে প্রয়াসী, তাহারা ঐ পঞ্চমকারে সাধনা করিয়া থাকে? আর যাহারা সালোক্য সাযুজ্য প্রভৃতি লাভে আশান্বিত, তাহারা সত্ত্বগুণের সাধনায় নিযুক্ত—তাঁহারা উহা করিবেন কেন?

গো। মদ্য মাংস বিনা নাকি দেবীর দয়াই হয় না। আমি তন্ত্রের এইরূপ একটি বচন জানিতাম, মনে আসিতেছে না।

ত। হাঁ, তন্ত্রাদিতে ঐরূপ বহুল বচন আছে॥ যথা—

"মদ্য মাংস বিনা দেবি কুলপূজাং সমারভেৎ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি॥"

কিন্তু আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রয়োজন ভেদে সাধনা, —এবং সাধনা ভেদে ফললাভ। তন্ত্রে কুলাচার সাধনার এই প্রকরণ। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণাদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবগণকে এই কুলাচার সাধনাতে মদ্যপান নিষেধ আছে। শ্রীক্রমে,—

"ন দদ্যাৎ ব্রহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামো কামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংস ন ভক্ষয়েৎ॥"

তবে যদি কোন ব্রাহ্মণে এই আচারে লিপ্ত হয়েন, এবং মদ্য দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয় তবে সে স্থানে—

যত্রাসবমাবশ্যস্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
গুড়ার্দ্রকং তদা দদ্যাত্তাম্রে বারি সৃজেন্মধু॥
ইতি কুল-চুড়ামনৌ।

কুল-চুড়ামণি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে,—যেখানে ব্রাহ্মণের অবশ্যই মদ্য দিবার প্রয়োজন হইবে, সেখানে গুড় ও আর্দ্রক এবং তাম্রপাত্রে মধু প্রদান করিবে।

ফল কথা—দ্রব্যজাত গুণের ধ্বংস নাই, অতএব সত্ত্বগুণাভিলাষী ব্যক্তিগণ কখনই মদ্য মাংসাদি ব্যবহার করিবে না, তাহাতে পুণ্যও নাই। অধিকন্তু মহাপাতক আছে।

গো। আমার উপায় কি হইবে? আমার চিত্ত মহাপাপভারে বড় ভার হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি মাকে ডাকিবার ক্ষমতাও আমার বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্তকে কিছুতেইস্থির করিতে পারি না। আমার উপায় কি দেব?

ত। দীর্ঘ প্রণব্ দ্বারা চিত্তবৃত্তি স্থির হয়। আর সাধুসঙ্গে,

শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি সাধন, এই সমুদয় অবলম্বনেই চিত্তের স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি সেই সমুদয় অভ্যাস কর, উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে।

গো। দীর্ঘ প্রণবাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তির স্থিরতা প্রাপ্ত হয়—কিন্তু প্রেম বিনা কি চিত্তের আনন্দ জন্মে? ভগবৎ প্রেমলাভের উপায় কি?

ত। কিয়দ্দিবস শাস্ত্রাধ্যায়ন কর। এতদর্থে তুমি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ও বৈশেষিক অথবা সাংখ্যদর্শন, অপাততঃ পাঠ কর। তাহা হইলেই তোমার জ্ঞান লাভ হইবে। সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবে। শাস্ত্রে আছে,—মহাশক্তিই এই নিখিল জগদযন্ত্রের নিত্য সিদ্ধা, কর্ত্রী ও নিয়ন্ত্রী। তিনি সেই ভাবেই মানবের হৃদয়দেশে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং সূত্রধার যেমন কলের পুতুলকে সূতায় টানিয়া ক্রীড়ার পথে চালনা করে, তিনিও সেইরূপে সকলকে প্রকৃতি অথবা স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তির সূত্রে সতত আকর্ষণ করিয়া কর্ম্মপথে চালাইতেছেন। মানব তাহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহারই প্রসাদৎ পরমাশান্তি ও শাস্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

মনে হয়, গঙ্গা ও যমুনার কুলু কুলু ধ্বনি, বিহঙ্গ-নিচয়ের প্রভাতী বন্দনা ও সায়ং-সঙ্গীত ঐ কথাগুলিরই আবৃত্তি করিতেছে; এবং ঊর্দ্ধে আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা, এবং অবনীতে মানুষের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হৃদয়বৃত্তি ঐ কথা কয়টিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। আগে জ্ঞানের অন্বেষণ কর—জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও প্রেম আপনিই পৌছিবে।

গোবিন্দলাল কথাগুলি শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমারা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, সে রাত্রে গোবিন্দলাল ঘুমাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণে সে রাত্রিতে কেমন একটা পাপ-পুণ্যের মিশ্রিত তরঙ্গ উঠিয়া বড় গোল পাকাইয়া দিয়াছিল।

---

[১০]

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গোবিন্দলালের হস্তে ডাকপিওন এক পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি খামে আঁটা, উপরে লালকালিতে শিরোনামা দেওয়া। পত্রের শিরোনামা দেখিয়াই গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিলেন, পত্র কলিকাতা হইতে নীলিমা লিখিয়াছে। তাঁহার চিত্ত আজি বড় ম্রিয়মান—পাপের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। অনেকক্ষণ পত্রখানি হাতে করিয়া রাখিলেন, যে পত্র পাঠ করিতে ইত্যগ্রে তাঁহার প্রাণের আকুল বাসনা ছিল, আজি যেন সে পত্র খুলিতেও তাঁহার আর ইচ্ছা করিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

পাষাণ হৃদয়!

আর কত দিন আসিবেন না? যদি আসিবেন না মনে ছিল, এমন করিয়া মারিলেন কেন? আপনি যদি না আসিতে পারেন, আমাকে অনুমতি করিলে আমি নিকটে পৌঁছিতে পারি। যদি অনেক দিন ধরিয়া মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখেন, আমি থাকিতে পারিব না, আপনি না বলিলেও আপনার ওখানে যাইব। যদি মনে ছিল এমন করিবেন, তবে মজাইতে নাই। ওগো! এখন যে আমার প্রাণ যায়। আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। প্রণাম, নিবেদন ইতি।

"আপনার নীলিমা।"

কেমনই কুহক লইয়া জগতে নারীজাতি বিদ্যমান রহিয়াছে, বুঝিতে পারে এমন সাধ্য কাহার। গোবিন্দলালের হৃদয়ে বৈরাগ্যের যে বহ্নি ধূময়িত হইতেছিল, এই পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা যেন নিভিয়া গেল। গোবিন্দলাল একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন—"রাক্ষসি। আমাকে কি এমন করিয়া মজাইতে হয়? পাপে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে। আমি যে এখন অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিলাম, পাষাণি! তোর কথা মনে হইলে যে, আমার রৌরবেও ভয় থাকে না। তোর মুখখানি মনে হইলে আমি যে জগৎ সংসার ভুলিয়া যাই। তোর পত্র পাঠ করিলে,—তোর হাতের লেখা দেখিয়া, তোর লেখার মত তোকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। প্রাণাধিক! একবার এস দেখিবে! তোমার হাতের লেখা দেখিতে পাইতেছি—লেখা দেখিয়া তোকে দেখার সাধ হইতেছে, কিন্তু প্রিয়তমে! লেখার মত কেন দেখা দিতেছ না?"

এই সময় তথায় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দলাল তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! আমাদের গুরুদেব আসিয়াছেন, তিনি কহিলেন, পঞ্চমকারের সাধনা মোক্ষ-প্রদ ত' নহেই, অধিকন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যমাংসাদি দেবীকে প্রদান বা ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ, কিন্তু আপনি আমাকে একি পাপে মজাইতেছেন!

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ,—তুমি বর্ত্তমানে মোক্ষপ্রয়াসী নহ,

ধনৈশ্বর্য্য ও পার্থিবসুখ-প্রয়াসী। অধিকার ও কর্ম্মভেদে সাধন-প্রণালী ভেদ হইয়া থাকে।

গো। আপনি বলিয়াছেন, এই পথে গেলেই তুমি ইহকালে ধনৈশ্বর্য্য ও পরকালে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

স। এখনও বলিতেছি।

গো। কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে?

স। দুগ্ধপানে প্রথমে রসনা পরিতৃপ্ত কর—এবং সুপেয় ও সুরস বলিয়াই লোকে পান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা যেমন আপনিই শরীরপোষণ ও স্বাস্থ্য সঞ্চার করিয়া দেয়, তদ্রূপ কুলাচার-মতে দেবীর আরাধনা করা হইলে, প্রথমে বাঞ্ছাসিদ্ধ হইয়া পরে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গো। তবে সকলেই এই পথ আশ্রয় না করে কেন? কেন লোকে ইন্দ্রিয়াদি সংযমময় বৈরাগ্যের পথে যায়?

স। রোগ হইলে চিকিৎসকে এমন ঔষধ ব্যবস্থা করেন, যাহাতে পথ্য ঔষধি উভয়ই হয়—কিন্তু সাধারণ বৈদ্যে কেবল উপবাস দেওয়াইয়া তীব্রতিক্ত ঔষধিই ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

গো। আমি এখন কি করিব?

স। জানি না তুমি কি করিবে, ইচ্ছা হইলে অদ্য হইতেই এপথ পরিত্যাগ করিতে পার।

গো। আপনি বোধ হয় রাগ করিতেছেন?

স। রাগ করি নাই। তবে প্রত্যহই তুমি ঐরূপ বলিয়া থাক। সাধনাভজনায় ঐকান্তিকতা চাই, তোমার কার্য্য বেগার দেওয়া।

গো। আমার প্রাণে অত্যন্ত জ্বালা হয়।

স। তাই বলিতেছিলাম—যদি তোমার ঐকান্তিকতাই না হয়, এ পথ পরিত্যাগ কর।

গো। কত দিনে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিবে?

স। আসনের জন্য বাকি তিনটা সংগ্রহ করিতে পারিলে, একদিনেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

গো। উহা সংগ্রহই যেন আমার পক্ষে বড় ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স। আমি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছি, তাহাতে অতি সহজেই হইবে।

গো। হাঁ, সংগ্রহ সহজেই হইতে পারিবে, কিন্তু কার্য্যশেষ হইলে আমার প্রাণে বড় পাপবহ্নি জ্বলিতে থাকে!

স। দেবীর দয়া হইলে সমস্ত জ্বালাই জুড়াইয়া যাইবে।

গো। যত শীঘ্র দেবীর দয়া হয়,—আমি ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় যাইতে পারি, দয়া করিয়া আপনি তাহার উপায় করুন। আমি আমার খেঁদুকে না দেখিয়া, আর অধিক দিন থাকিতে পারিতেছি না।

স। আমিও সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। আগামী ২০শে আষাঢ় মঙ্গলবারে অমাবস্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দিনে আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। ইহার মধ্যে তুমি আসনের অবশিষ্ট দ্রব্য তিনটি সংগ্রহ করিয়া দাও।

গোবিন্দলালের হৃদয় বৃত্তি অন্তমুখী হইয়া পড়িল। পাপের প্রলোভন, পুণ্যের ক্ষীণালোকে আবৃত করিয়া দিল। গোবিন্দলালের প্রাণের দেবভাব দূর হইয়া অসুরভাবে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিল,—"ঠাকুর! সঙ্গে কারণবারি আছে কি?"

স। হাঁ আছে।

গো। আমাকে দিন।

সন্ন্যাসী তাহা সযত্নে প্রদান করিলেন। গোবিন্দলাল আকণ্ঠ পান করিলেন। তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

সন্ন্যাসী উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * *

সন্ধ্যার রক্তিমরাগে দিগন্ত সমুচ্ছাসিত। সবুজ খণ্ডবিখণ্ড মেঘের কোলে সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেখা সকল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তন্নিম্নে দিগন্তপ্রসারিত শ্যামবর্ণের আকাশ—তন্নিম্নে শ্যাম-সবুজ পত্রদলে শোভিত নিথর নিশ্চল দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি, তন্নিম্নে তটভূমি চুম্বন করিয়া খরস্রোতা ইছামতী নদী প্রবাহিতা,—তীরে শ্যাম শোভায় সুশোভিত কাশফুল।

এই সময় সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল আকাশপানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলন। ভাবিতে ভাবিতে সেখানে বসিয়া পড়িলেন, এমন সময় দূরে একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া পা'শ-জালে মাছ-ধরিতে ধরিতে একটা জেলে গান গাহিতেছিল,—

"কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী আমি কৃষ্ণ বিনা রৈতে নারি।
করে ধরি বিনয় করি, এনে দে মোর বংশীধারী,
ব'লে গেল যাবার বেলা, ভেবনাক কুলবালা,
এল না সে চিকণ-কালা, আমার দু-নয়নে বহে বারি।
শয়নে স্বপনে হেরি, আঁখির পলক নাহি নাড়ি,
জীবনের জীবন আমার, তার মরণে আমি মরি।

এবার যদি পাই তারে, করের উপর দিয়া করে,
বাঁধ্‌বো আমি প্রেমডোরে, রাখ্‌বো নয়ন প্রহরী।”

অদূরে তীরভূমিস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর হইতে একটা মেটে-চিল, সেইদিকে চাহিয়া একান্ত-মনে জেলের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। আর বক তাহার বুকের ধনকে না পাইয়া ঐ গানে জেলের উপর বড়ই চটিতেছিল,—কেননা, সে ভাবিতেছিল, মানুষে বিরহের গান গাহিয়াই জগতে বিরহের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। গভীর জলে শশক ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিয়া জেলেকে উপহাস করিতেছিল,—কেননা, সে জানে, প্রেম দুদিনের লাফালাফি বৈত নহে। প্রেম এই আছে এই নাই,—যাহার স্থিরতা এতটুকু, তাহার জন্য আবার কন্নাকাটি কেন? আজি তোমার বিরহে আমার বুক ঝলসিয়া যাইতেছে, মুখে অন্নজল উঠিতেছে না,—চক্ষুর শতধারায় বক্ষঃ বিপ্লাবিত, তোমাকে পাইলে আমার সকল দুঃখ দূরে যায়, তোমায় কোথায় রাখিব স্থির করিতে পারি না। বুঝি বুকের মধ্যে পূরিলেও বাসনার পরিতৃপ্ত হয় না। দু দিন বাদে কোথায় সে প্রেম! যদিও দেখিয়া ঘৃণায় বদন ফেরান পর্য্যন্ত নাও হয়—যেন কত অপরিচিত, কেহ যেন কাহারও কেহই নহে। তাই শশক উপহাস করিয়া বুঝি বলিতেছে,—মানব! মানবের প্রেমে কেন মুগ্ধ হইয়া অত চীৎকার করিতেছ—যে প্রেম নিত্য, যাহা একবার পাইলে আর পরিত্যাগ করিতে হয় না। যাহার ধারায় রসের শত ধারা প্রবাহিত হয়, সেই প্রেম-সুধা পান কর। আমার ত তাহাই করিয়া থাকি।

প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজ সকলে যাহাই বলুক বা করুক—গোবিন্দলালের মনে তাহার কোন কিছুই স্থান প্রাপ্ত হইতেছিল না।

তিনি সেই সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই প্রণয়িনী নীলিমার মুখখানি ভাবিতেছিলেন। জানি না, জগতে ইহার চেয়ে আর কোন মোহ অধিক আছে কি না! জানি না, এই পার্থিব প্রেম বা মোহ মানবকে স্বর্গের দিকে বা নরকের দিকে লইয়া যায়। যতদূর দেখি, যতদূর শুনি,—এক দাম্পত্য প্রেম ভিন্ন মানুষের এই প্রেম বা মোহ নরকের দিকেই অধিকাংশ স্থলে লইয়া গিয়া থাকে। তবু মানব জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না। পাপ পুরুষের বুঝি, মানবগণকে পাপের দিকে লইয়া যাইবার এই প্রেম বা মোহই প্রধান অস্ত্র।

গোবিন্দলাল এক্ষণে এই মোহের ছলনায় নরকের কীট হইতে অধিকতর দূরে গমন করিয়াছেন। জানি না, তাঁহার উদ্ধারের উপায় আছে কি না। একেত গোবিন্দলাল এই মোহের ছলনে একান্ত মুগ্ধ—তাহাতে আবার সন্ন্যাসীর পাপ ছলনে একান্ত বিড়ম্বিত। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—এইরূপ মুগ্ধ মানবগণকে ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজী পাষাণ্ডগণ আরও মহাপাতকে লিপ্ত করিয়া দেয়। এই ধর্ম্মধ্বজীগণ ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই অবগত নহে, শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, সদ্‌গুরূপদেশে বঞ্চিত,—অথচ উপদেষ্টা, অথচ গুরু-পদবীতে আরূঢ়। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক উভয়ই আছে। ইহারা যে কত প্রকারে কত নির্ম্মল চরিত্র যুবককে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতেছে, কত সতীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করিতেছে, কত সোণার সংসার ছারখার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অখাদ্য খাইয়া অপেয় পান করিয়া, পরস্ত্রীর সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াই ইহাদের ধর্ম্ম! এই স্বেচ্ছাচারের দিনে

কেহ ইহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কেহই কোন কথা কহেন না,—যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমনই করিয়া যায়।

গোবিন্দলাল একান্ত-মনে তাঁহার প্রণয়িনীর মুখচ্ছবি ভাবিতে-ছেন, এমন সময় তথায় একটি অনুমান অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। নাম অমরনাথ।

অমরনাথ আসিয়াই গোবিন্দলালকে সম্বোধন করিয়া বলিল,— "আপনি এখানে কতক্ষণ আসিয়াছেন?"

গো। অধিকক্ষণ নহে,—ঘণ্টাখানেক হইবে।

অ। আমার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে;—আপনার বোধ হয় সেজন্য কষ্ট হইয়াছে?

গো। না, আমার কষ্ট কিছুই হয় নাই। তোমার বিলম্ব হইল কেন?

অ। মামা একটা কথা বলিতেছিলেন, তাই শুনিয়া আসিতে এত বিলম্ব।

গো। কি ঠিক করিতেছ?

অ। নিশ্চয়ই যাইব।

গো। তোমার স্ত্রী?

অ। তিনিও যাইবেন।

গো। তাঁহাকে বলিয়াছ?

অ। হাঁ, বলিয়াছি বৈ কি—এখানকার অপমানে, ঘৃণায় তিনি যাইতে এখনি প্রস্তুত। বিশেষতঃ আপনার নাম শুনিয়া বলিলেন, তিনি সুশিক্ষিত ও উদার-চরিত্র লোক, তিনি আমাদের আশ্রয় দিলে ও অনুগ্রহ করিলে আর ভাবনা কি?

গো। আগামী কল্যই যাওয়া স্থির। কারণ, অদ্যও আমার বন্ধুর পত্র পাইয়াছি, তোমার জন্য যে চাকুরিটি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, দুই এক দিনের মধ্যে সে কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে, অন্য লোক নিযুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

অ। সেই ভাল, কালই যাওয়া যাইবে।

গো। তোমার মামা আমাদের আত্মীয়। তিনি তোমা-দিগকে যে অবস্থাতেই রাখুন—আমি যে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তফাৎ করিতেছি, ইহা জানিতে পারিলে, তিনি জন্মের মত আমার উপর চটিয়া যাইবেন, অতএব তোমরা এক কাজ কর—স্বামীস্ত্রীতে অদ্য রাত্রেই গৃহ হইতে যথাসম্ভব কাপড়চোপড় লইয়া বাবুদের বাগানের মধ্যে যে পুরাতন দালানটি পড়িয়া আছে, তথায় গিয়া থাক—কাল দিনমানে খাওয়া চলে, এমন কিছু খাওয়ার জিনিষও সঙ্গে লইও। তৎপরে কল্য প্রচার হইবে, তোমরা স্বামীস্ত্রীতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তৎপরে আমি রাত্রে তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব, এবং আমার বিশ্বাসী জনৈক মাঝীর নৌকাতে করিয়া রেলওয়েষ্টেসনে উপস্থিত হইব, এমন করিলে আমার আর দুর্নামটা হইবে না।

অ। বাগানের সেই স্থলে আমাদিগকে যদি কেহ দেখিতে পায়?

গো। সেখানে কেহ কখনও যায় না।

অ। যদিই যায়?

গো। তাহাতেই বা দোষ কি? তোমরা ত স্বামিস্ত্রীতে থাকিবে, লোক বলিবে, মামা মামীর বাক্যযন্ত্রণায় পলায়ন করিতেছিল।

সংসার-সাগরে ভাসমান চাকুরীর আশায় মুগ্ধ যুবক, রাক্ষসের কথায় ভুলিয়া গেল। সে বলিল,—এইরূপ প্রস্তাবে আমার স্ত্রী স্বীকৃত হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে সে যেরূপ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে, সহজেই স্বীকৃত হইতে পারিবে।

গো। তিনি স্বীকৃত হইলেন কি না, তোমরা বাগানে গেলে কি না, জানিতে পারিব কি প্রকারে?

অ। যদি যাওয়া না হয়, আপনাকে আসিয়া বলিয়া যাইব। আর যদি রাত্রি বারটার মধ্যে আপনার নিকট আমি না আসিলাম, তবে জানিবেন, আমরা সেই বাগানে চলিয়া গিয়াছি।

গো। তবে তাই; মনে থাকে যেন, অন্ততঃ পরশ্ব আফিসের সময়ের পূর্ব্বে না পৌছিলে,—এ কার্য্য হওয়া দুর্ঘট হইবে।

অ। যে আজ্ঞা। আর একটি কথা।

গো। কি বল?

অ। আমি স্ত্রীকে লইয়া গিয়া এখন কোথায় রাখিব?

গো। তার আর ভাবনা কি? সেই বন্ধুটিও স্ত্রীকন্যাদি লইয়া আছেন, আমি বলিয়া দিব, তোমরা তাহার বাসায় একটা ঘর লইয়া থাকিও—তৎপরে একমাস চাকুরী করিয়া বেতন পাইলে, যেরূপ সুবিধা বোধ কর, সেইরূপই করিও।

অ। আপনি আমার ভরসা ও বলবুদ্ধি—যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব।

অতঃপর অমরনাথ চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, শেষে যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে জগৎ বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল—আকাশপটে

নক্ষত্রমালা উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া উদ্ভাসিত হইল,—স্বন্ স্বন্ শব্দে বাতাস প্রবাহিত হইয়া জগতে পরিবর্ত্তনের পারিপাট্যতা বিঘোষণ করিয়া দিল ; নদীতীরের দূরভূমিস্থ বাঁশবাগানের মধ্য হইতে শিবাকুল ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল,—দূরে নদীগর্ভ হইতে পাইল-তোলা নৌকার মধ্যে বসিয়া পশ্চিমদেশীয় দাঁড়ি মাজিরা—'ওপর্দেশি সেঁইয়া দিনুয়া বহুত গেয়ি বি'—গাহিয়া গাহিয়া স্বর-লহরি বাতাসের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিল, এবং নোঙ্গরকরা নৌকায় বসিয়া দাঁড়ি মাজিরা রন্ধন করিতে করিতে জলদিন্ধনের নিকট উপুড় হইয়া পড়িয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছিল—তখন গোবিন্দলাল অতি ম্লানমুখে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে জনমানবশূন্য ক্ষুদ্র পথ বড় ব্যথিত-প্রাণে মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্ব দিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের হৃদয়টা ভয়ে বড় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত-হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া গেলেন,—যাইতে যাইতে গোবিন্দলাল স্পষ্টতঃ অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝুম্‌র ঝুম্‌র চুল মাথায় একটি বালিকা ছুটিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মন্দ মন্দ নিশ্বাসে, ঘামিতে ঘামিতে তিনি চলিয়া গেলেন, একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন না।

———

[১১]

মানুষে কঠিন মাটীর উপর ঘর বাঁধিয়া বেশ সুখে এবং নিশ্চিন্তমনে ঘরকন্না করে—কিন্তু কোথা হইতে একটা আচম্বিত পূর্ব্ব ঝড় আসিয়া ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। বাহ্য প্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয়, তাহা নহে। মানব জীবনেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অতি শৈশবকালে অমরনাথ মাতৃপিতৃহীন হইলে, তাহার মাতুল শ্যামাচরণবাবুই তাহাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, এবং এই কার্য্য তাহার মাতুলানীর চক্ষে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইলেও, অমরনাথের স্নেহবঞ্চিত দুর্ব্বল শিশুহৃদয় তাহার মাতুলের দীপ্ত স্নেহালোকে ক্ষুদ্র পল্লবের ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তিনিই বিশেষ আড়ম্বরে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

অমরনাথের মাতুল শ্যামাচরণবাবু কলিকাতায় কোনও ব্যাঙ্কের কেশিয়ার ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার আর্থিক স্বার্থও এই ব্যাঙ্কের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত ছিল। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সংসার খরচ যাহা লাগিত, তদ্বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা তিনি ঐ ব্যাঙ্কেই জমা রাখিয়া দিতেন। আশা ছিল, বার্দ্ধক্যে ঐ সঞ্চিত অর্থে তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, কর্ম্মফল হইয়া যায়, আর এক। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া শ্যামাচরণ বাবুকে পথে বসাইয়া দিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি গবেষণাদ্বারা স্থির করিলেন,

শ্যামাচরণবাবু যখন ব্যাঙ্কেরই একজন প্রধান কর্ম্মচারী, তখন পূর্ব্ব হইতেই তিনি ফেল হইবার সংবাদ অবশ্যই অবগত ছিলেন—এই সুযোগ ও সুবিধায় তিনি কোন্ পঞ্চাশ ষাট্ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া না লইয়াছেন। কিন্তু তাহা হয় নাই,—বৈষয়িক বুদ্ধির কুটীলতার অভাবেই হউক, আর অন্যবিধ কোন কারণেই হউক, শ্যামাচরণবাবু তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ঘরে এক পয়সাও আইসে নাই,—তাঁহার যাহা কিছু পূর্ব্ব-সঞ্চিত ছিল, ব্যাঙ্কের সহিত তাহাও চীরজীবনের জন্য অন্তর্ধ্যান হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এরূপ বেকার-অবস্থায় রিক্ত-হস্তে থাকা চলে না, কাজেই তিনি গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দেশে চলিয়া আসিলেন,—তাঁহার বাড়ীও এই স্বরূপ-গাঁয়ে। বৎসর বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যে গ্রাম তাঁহাকে মহা সমারোহে এবং উচ্ছ্বসিত প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করিত, আজ তাঁহার এই দুর্দ্দিনেও সে তাঁহাকে তাহার ছায়াস্নিগ্ধ ক্রোড়ে সস্নেহে গ্রহণ করিল। প্রতিদিন প্রভাতের তরুণ সূর্য্য তেমনি নবীন-রাগে পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপ্রান্তে উঠিতে লাগিল, তরুশাখায় বিহঙ্গের তেমনি আনন্দকাকলী, গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী ইছামতী নদী তেমনি চঞ্চল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল, এবং নদীতীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখালের দল পূর্ব্ববৎ গরু চরাইয়া গান গাহিয়া ফিরিতে-ছিল; কিন্তু শ্যামাচরণবাবুর হৃদয়ের ঝটিকার বিরাম ছিল না!

যে সকল বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহারা দুই চারি দিন তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে ম্লান দীপালোকে বহির্ম্মণ্ডপের এক সতরঞ্চির উপর বসিয়া তাম্রকূট-ধূমের

সহিত প্রচুর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল, লোকটা বাস্তবিকই শূন্যহস্তে বসিয়া আছে, এবং পরিবার প্রতিপালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া বাক্‌স চৌকী বিক্রয় পূর্ব্বক মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেছে, তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং আত্মীয় প্রতিবেশিগণ মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা গোপনে তাঁহাকে ভয় করিত, তাহারা এখন প্রকাশ্যে অসম্মান দেখাইতে লাগিল। নবীন ভট্টাচার্য্য বিজয়া-দশমীর দিন তাঁহার দরওয়াজা দিয়া অন্যান্যবার অপেক্ষা বেশী ঘটা করিয়া ঢাক বাজাইয়া গেল। তাঁহার দরওয়াজায় আসিয়া ঢাকীদিগের ঢাকে কিঞ্চিৎ জোরে কাঠি দিবার কি আবশ্যক ছিল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, শ্যামাচরণ-বাবু অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া নিজের পূর্ব্বকথা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেচারা অমরনাথের বিপদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। মাতুলের উপর নির্ভর করিয়াই সে প্রতিদিন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া আসিয়াছে, কোনও দিন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করা আবশ্যক বোধ করে নাই, এবং সম্মুখে যখন যে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে, বিলাতী জুতার তলায় তাহাই নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; এখন ক্ষুদ্রের অপেক্ষাও সামান্য সামান্য বাধা তাহার পক্ষে অসহ্য এবং দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়িল, এবং যে পর্ব্বতের সুশীতল শৃঙ্গকে অটল মনে করিয়া সে তাহার উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিতান্ত উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই পর্ব্বতশৃঙ্গের পতনের সঙ্গে তাহার উন্নত মস্তক একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

মাতুলানী তাহাকে স্পষ্ট বলিলেন,—"এতদিন আদরে প্রতিপালিত হইয়াছ, যাহা ইচ্ছা খাইয়াছ, পরিয়াছ, এখন আমাদের দিন চলা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমারই ছেলে মেয়েগুলি কি খাইয়া বাঁচিবে, তাহার ঠিক নাই—কেমন করিয়া আর তোমাদের স্ত্রী-পুরুষকে আমরা প্রতি-পালন করিব ? বরং তোমার এখন কর্ত্তব্য, রোজগার করিয়া আমাদিগকে ভরণ-পোষণ করা। তাহা যখন পারিবে না, তখন তোমাদের যাহাতে পেট চলে, তাহার উপায় দেখ, আমাদের সংসার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও।"

অমরনাথ এ কথায় অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হইলেন, সংসারের কোন্ দিকে কি আছে—কেমন করিয়া কোথায় কি করিতে হয়, সে তাহার কিছুই জানে না। সহসা সে কোথায় যায়—কি করে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। মামার নিকট কথা কয়টা একদিন বলিয়া ফেলিল,—ছল ছল চক্ষুতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে মাতুলের নিকট বলিয়া ফেলিল,—"মামি-মা, আমাদিগকে আর এ বাড়ীতে রাখিতে একেবারে নারাজ, কিন্তু এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন, এখন সহসা যাইব কোথায়, একটা পথ করিয়া দিয়া পৃথক্ করিয়া দিলে, সে পথে যাইতে পারিতাম।"

শ্যামাচরণবাবুও সজল-নেত্রে কহিলেন,—"তুমি অবশ্যই এখন সমস্ত বুঝিতে পার, আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। দিন চলা ভার, এ অবস্থায় তোমার অন্য উপায় দেখাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণে যে কি বেদনা লাগিতেছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে না।"

অ। সকলই বুঝি, কিন্তু একটা পথ করিয়া দিলে, সেই পথে যাইতাম।

শ্বা। আর আমার কোনই ক্ষমতা নাই। যখন স্বপদে ছিলাম, টাকা কড়ির সংস্থান ছিল, তখন একজনকে বলিয়া দিলেই তোমার মোটা চাকুরী হইত, কিন্তু তখন যাহারা বন্ধু ছিল, এখন তাহারা ফিরিয়াও চাহে না।

অ। তবে আমি কি করি ?

শ্বা। নিজে বাহির হইয়া একটা চাকুরীর চেষ্টা দেখ।

অ। মেয়ে-মানুষ লইয়া চাকুরীর চেষ্টায় বাহির হই কেমন করিয়া ?

শ্বা। যতদিন তোমার চাকুরীর ঠিক না হয়, ততদিন বধূমাতা এইখানেই থাকুন।

অ। মামি-মা, তাহাতেও অসম্মত।

শ্বা। না,—তিনি ততদিন থাকিবেন, কেহ আপত্তি করিবে না।

অ। চাকুরীর জন্য কোথায় যাই,—কোথায় গেলে সুবিধা হইতে পারে ?

শ্বা। কলিকাতাতেই যাওয়া কর্ত্তব্য। ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বহুবিধ কার্য্যের সুযোগ আছে। আরও মফঃস্বলে কার্য্য করা একরূপ উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া, কলিকাতায় একটা যেমন তেমন কার্য্য হাতে করিয়া বসিয়া, তৎপরে ভাল কার্য্যেরও চেষ্টা দেখিতে পারিবে।

অ। তবে তাহাই হইবে।

শ্যামাচরণবাবু অমরনাথের স্ত্রীকে অমরনাথের চাকুরীর সংস্থান না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতে স্থান দিতে ও আহারাদি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী একেবারে জ্বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্পষ্টতঃ বলিলেন,—"যখন রোজগার করিয়াছ, তখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, আমি নিষেধ করি নাই। এখন রোজগার-পত্র নাই, আমার শ্বশুরের দুই বিঘা ধানের জমির আয় হইতে যে সাতপাল বাজে লোক প্রতিপালন করিতে হইবে, আর আমি কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া শুকাইয়া মরিব, তাহা হইবে না। অমর উহার স্ত্রী লইয়া চলিয়া যাউক।"

অমরনাথের স্ত্রী মোহিনী সেকথা শুনিতে পাইয়াছিল; যথা-সময়ে সেকথা সে স্বামীর নিকট বলিয়া দিল।

শুনিয়া অমরনাথ মহা বিপদ গনিলেন, মোহিনীও বলিল,—"তুমি যেখানে যাবে, আমাকেও লইয়া চল।"

অমরনাথ একান্ত বিপদগ্রস্ত হইলেন। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তিনি কোথায় যাইবেন, কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবেন—এ জগতে এক মাতুল ভিন্ন অমরনাথ আর কাহাকেও যে জানে না।

ভাবনা চিন্তায় দশ পনর দিন কাটিয়া গেল। অমরনাথের মাতুলানী দেখিলেন, এত বলা-কহাতেও অমরনাথ তাহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গেল না। তখন তিনি তাহাদিগের আহার বন্ধের সংকল্প ও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

একদিন রাত্রে মোহিনী রাঁধিতে গিয়াছে, ব্যঞ্জনাদি রন্ধন সমাপ্ত করিয়া মামিশাশুড়ীর নিকট অন্নপাকের জন্য চাউল চাহিল, মামি-

শাশুড়ী সামান্য কিছু চাউল আনিয়া দিলে, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"এই কয়টি চাউলে হবে মা ?"

তিনি বলিলেন,—"হ'লেও হবে, না হলেও হবে। আজ আর চাউল নাই। ছেলেপুলেগুলির ত হউক।"

মোহিনী সেইগুলিই রাঁধিয়া নামাইল। গৃহিণী ঠাকুরাণী ছেলেদের থালা এবং কর্ত্তার থালা দিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে বলিলেন। সেই কয়খানি থালায় অন্ন দিয়া দেখিল, হাঁড়িতে আর অল্প চারিটি আছে। বলিল,—

"এ গুলি কি হইবে ?"

গৃ। কর্ত্তার থালাতেই দাও—পাতে দুইটা থাকে, গালে দেব এখন।

মোহিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অমরনাথের ভাগ্যে আজি আর ভাত নাই। কি করিবে ? তাহাই করিয়া হস্তাদি প্রক্ষালনা-নন্তর তাহাদের বাসের নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিয়া, শয়ন করিয়া রহিল।

অমরনাথ পাড়ার মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিল; রাত্রি প্রায় দশটা উত্তীর্ণ হইলে, সে গৃহে ফিরিল। আসিয়া দেখে, মোহিনী শয্যায় শায়িতা আছে। প্রায়ই শয়ন-ঘরে রাত্রের আহারীয় আনিয়া মোহিনী শয়ন করিয়া থাকিত, অমরনাথ পাড়া হইতে আসিয়া আহারাদি করিত। অমরনাথ আসিয়া মোহিনীকে ডাকিল,—মোহিনী উঠিল।

অমরনাথ বলিল—"ভাত দাও।"

মো। ভাত নাই।

অ। কি আছে ?

মো। কিছু নাই।

অ। কিছু নাই—কি ? বুঝিতে পারিলাম না।

এবার মোহিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা স্বামী-সমীপে নিবেদন করিল। শেষ বলিল,—আমি হত-ভাগিনী স্বহস্তে রাঁধিয়া বাড়িয়া অপরাপরকে খাওয়াইয়া, কেবল তোমায় একমুঠা ভাত দিতে পারিলাম না।”—বলিতে বলিতে দুই চক্ষুর জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অমরনাথ ও তাহার আদরের মোহিনীর কিছুই খাওয়া হইল না, এজন্য একান্ত কাতর হইল। তাহারা অনাহারে শয্যায় শুইয়া পড়িল, দুঃখে কষ্টে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমরনাথ গভীর চিন্তায় মগ্ন—শুধু এক একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, ক্ষুদ্র গ্রাম নিঃশব্দ সকলেই নৈশ আহার শেষ করিয়া, নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, শুধু একটি বাড়ীর একটি নির্জ্জন কক্ষে এই শান্তিহীন ব্যথিত দম্পতি বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতেছিল ;—দু’জনের কাহারও মুখ দিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না।

অমরনাথ এতদিন সহিয়া আসিয়াছে, আর অধিক সহ্য করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল ; অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বিদেশে যাইবে, স্থির করিল। কিন্তু যায় কাহার সহিত, ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করা শ্রেয় বোধ করিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই অমরনাথ গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি কলিকাতায় এখন যাবেন কি ?”

গো। কেন ?

অ। আমি বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছি—মামা আমাকে তাঁহার সংসার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এমন কি গতকল্য রাত্রে মামি-ঠাকুরাণী আমাদের আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

গো। আমাদের,—কাহার কাহার কথা বলিতেছ ?

অ। আমার ও আমার স্ত্রীর।

গো। কলিকাতায় আমি কল্যই যাইব।

অ। কল্যই ?—কল্য কখন ?

গো। সম্ভবতঃ রাত্রে। তুমি অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অ। কলিকাতায় গেলে, আমার একটা চাকুরী করিয়া দিতে পারিবেন ?

গো। হাঁ—তোমার কপাল ভাল। একটা চাকুরী খালিই আছে। আমার একটি আত্মীয়ের জন্য একটি বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার আফিসে চাকুরী খালি ছিল না, বলিয়াছিলেন—খালি হইলে সংবাদ দিব। এখন খালি হইয়াছে, গতকল্য তাই পত্র দিয়াছেন, কিন্তু আমার সে আত্মীয়টিকে অন্য একটা কাজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছি। তুমি যদি যাও—এই কার্য্যই হইতে পারিবে।

অ। আপনার দয়া। বেতন কত ?

গো। মাসিক পঁচিশ টাকা।

অমরনাথ মহা আনন্দিত হইলেন। গোবিন্দলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"একটা কথা আছে, তোমার মাতুলানী লোক ভাল নহেন, তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তুমি ভাত করিয়া খাও।

তাঁহার একটি ভ্রাতার চাকুরীর জন্য তিনি আমাকে কয়দিন ধরিয়া নিতান্ত অনুরোধ করিতেছেন। তাহাকে ফেলিয়া যদি তোমাকে আমি চাকুরী করিয়া দিয়াছি, ইহা জানিতে পারেন, তবে আমাকে তিনি নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিবেন। অতএব যাহাতে তুমি আমার সঙ্গে গিয়াছ, আমি চাকুরী করিয়া দিয়াছি,—ইহা জানিতে না পারেন, তাহা করিতে হইবে।

অ। আমি বড় কষ্টে ও নিরাশ্রয়ে পড়িয়াছি,—আমার প্রতিকার করিলে ভগবান আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।

গো। তুমি সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অমরনাথ চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ইছামতী নদীতীরে গোবিন্দলাল ও অমরনাথে যে সকল কথা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গোবিন্দলালের সহিত বাবুদের বাগানের কুঠীতে সস্ত্রীক রাত্রি যাপন করা পরামর্শ স্থির করিয়া অমরনাথ মাতুলালয়ে গমন করিল। নিজ নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে গমন করিয়া মোহিনীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিদগ্ধ-হৃদয়া মোহিনী স্বামীর পরামর্শে স্বীকৃত হইল। সে অশ্রু-আপ্লুত নয়নে গদ্গদ-কণ্ঠে কহিল,—"তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার ছায়া, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। তুমি যাহা উপায় করিবে, অমৃত-বোধে তাহাই তোমাকে ভোজন করাইয়া, তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজনে কৃত-কৃতার্থ হইব। যেখানে তোমার অপমান—সে রাজপুরী হইলেও, আমার পক্ষে নরক।"

অমরনাথের বক্ষঃ স্নেহ-প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আজ তাহার মুহূর্ত্তের জন্য

মনে হইল, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক সুখী কেহ নাই। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম এবং স্ত্রী স্বামীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে সংসার-সমুদ্রের আবর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

উভয়ে একবার নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চাহিল; আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত, নদীর বক্ষদিয়া বায়ু-প্রবাহ হুহু-স্বরে বহিয়া বৃক্ষশাখা কম্পিত করিতেছিল, অদূরে বনান্তরালে শৃগালের দল একবার চীৎকার করিয়া নিবৃত্ত হইল, এবং বকুলবৃক্ষের আগডালে বসিয়া একটা পেচক বড় কর্কশ-কণ্ঠে দুই তিনবার ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল। টিক্ টিক্ করিয়া একটা টিক্‌টিকি দুই তিনবার ডাকিয়া উঠিল।

ব্যথিত-দম্পতি নৈশ-অন্ধকারে মিশিয়া কম্পিতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে গ্রামাতিক্রম পূর্ব্বক প্রান্তরে পতিত হইল। চারিদিকে নিস্তব্ধ নৈশান্ধকার—কেবল বায়ুপ্রবাহ স্বন্ স্বন্ স্বরে প্রবাহিত। মোহিনী বলিল,—"আমার বড় ভয় করিতেছে, এই অন্ধকার রাত্রে আমাদিগকে আর কতদুর যাইতে হইবে?"

অ। আর অধিক দূর নহে। সম্মুখে ঐ যে অন্ধকারের জমাট্‌টা দেখিতে পাইতেছ—ঐটিই বাবুদের বাগান, আজ আমরা ঐ স্থানেই থাকিব।

মো। ওখানে অত অন্ধকার; আর কেহ ওখানে নাই?

অ। না; ওখানে আর কেহই থাকে না।

মো। জনমানব-শূন্য বাগান ও পুরাতন ঘর—সাপ থাকিতে পারে।

অ। আমি দিবাভাগে গিয়া গৃহটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

মো। আমার বড় ভয় করিতেছে। প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

অ। আমি সঙ্গে থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আম্র, কাঁটাল, কুল, লিচু, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতির বৃক্ষের বাগান। বৃক্ষ সমুদয় খুব বড় বড় হইয়াছে। তাহাদিগের চারাবস্থায় নিম্নস্থ জমি পাইট্‌ হইত, এক্ষণে বৃক্ষাদি বড় হওয়ায়, তথায় আর বহুদিন হইতে পাইট্‌ হয় নাই—তলভূমিতে সেওড়া, ভাঁইট্‌ প্রভৃতি আগাছা সমুদয় জন্মিয়া পথ বন্ধুর করিয়া রাখিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটা পুষ্করিণী আছে, কিন্তু সে বহুদিনের সংস্করণাভাবে পানা ও শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—এই বাগানের বৃক্ষাবলীর গলিতপত্র পচিয়া পচিয়া তাহার জল জীব-মাত্রেরই অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। একটি সামান্য ইষ্টকালয় ছিল—যখন প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন সেই সামান্য দুইটা কুঠরিতেই সুন্দর শোভা ছিল, এখন বহুদিনের অসংস্কৃতাবস্থা বলিয়া বৃদ্ধ মানুষের দন্তের ন্যায় তাহার ইষ্টকরাশির মূল পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে—খাঁজে খাঁজে অশ্বত্থ-চারা জন্মিয়াছে। আর গৃহের মধ্যে চর্ম্মচটিকাকুল একচেটিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছে। ফল-কথা, রামহরিবাবু সখ করিয়া যখন এই উদ্যান-বাটীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তখন ইহার শোভা-সৌন্দর্য্য সকলই ছিল, এখন তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তৎপুত্র এখন বাগানের মালিক। ফলভোগ করা ভিন্ন, তিনি

ইহার সৌন্দর্যোপভোক্তা নহেন, কারণ তিনি মুন্‌সেফি করেন—আশ্বিনমাসে ৺পূজার সময় মাত্র বৎসরে একবার বাড়ী আসেন, সুতরাং ইহার অন্য কোনরূপ মেরামত আদি হয় না।

এবম্ভূত দুরধিগম্য ঘনান্ধকারময় বাগানে দম্পতিযুগলে প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকারের দুর্ভেদ্য জমাট, কোন বৃক্ষে খদ্যোতিকাকুল ঝাঁক বাঁধিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে,—কোথাও বা এক একটা উড়িয়া উড়িয়া বাগানের আলোক দর্শনেচ্ছার সাধ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। অমরনাথ উদ্যানপ্রান্তে পৌছিয়া একটু দাঁড়াইল—পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া হস্তস্থিত লণ্ঠনটা জ্বালিল। সেই আলোকে পথ দেখিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে বাগানের সেই অসংস্কৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সংসার-সাগরে ভাসমান বিষণ্ণ-হৃদয় দম্পতি, সেই ভয়াবহ উদ্যান, সেই অন্ধকারময়ী নিশীথে বিনিদ্র বসিয়া প্রেম-ভালবাসা, ভবিষ্যৎ আশাভরসার কথা কহিতে লাগিল।

সহসা বাহির হইতে কে অনুচ্চৈস্বরে ডাকিল,—"অমর আসিয়াছ?"

অ। আজ্ঞা হাঁ, আসিয়াছি। আপনি ঘরে আসুন।

যে আসিল, সে গোবিন্দলাল। গোবিন্দলাল গৃহপ্রবেশ করিল। গৃহে লণ্ঠনের মৃদু আলো জ্বলিতেছিল, গোবিন্দলালকে গৃহ-প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া মোহিনী এক-কোণে সরিয়া গেল।

অমর বলিল,—"আমাদের বড় ভয় করিতেছিল। আপনি আসাতে একটু সাহস হইল।"

গো। ভগবান ভয় নিবারণ করিলেন।

অ। ভগবান জীবের প্রতি কৃপা করেন, কিন্তু তাহার উপলক্ষ থাকে—আমাদের আশ্রয়ের উপলক্ষ বুঝি আপনি।

গো। তোমরা আসিয়াছ, কেহ জানিতে পারিয়াছে কি?

অ। কেহ না।

গো। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাতাদি হয় নাই?

অ। না। যে অন্ধকার। এরূপ পাড়া-গাঁয়ে, এত রাত্রে এ অন্ধকারে কি জনমানব পথ চলে!

গোবিন্দলাল বলিলেন,—অমর! তোমার স্ত্রী কি একটু এই ঘরে একা থাকিতে পারিবেন না, তুমি আমার সঙ্গে দণ্ড-তুইয়ের জন্য মতিমালার কাছে যাইতে।"

অ। মতিমালা কোথায়? গ্রামের মধ্যে কি?

গো। না, এই বাগানের নীচেয়—নদীতে মাছ ধরিতেছে।

অ। তাহার কাছে কেন?

গো। আমি বিবেচনা করিতেছি কি—এই রাত্রেই তোমরা তাহার নৌকায় উঠিয়া চলিয়া যাও, আমি ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি—কলিকাতায় গিয়া আমার বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হইও। তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া আনিয়াছি, এই চিঠি দিলে তিনি অপত্যবৎ যত্ন করিয়া তোমাদিগকে রাখিবেন। আমার আর তিনদিন পরে ভিন্ন কলিকাতায় যাওয়ার সুযোগ হইতেছে না।

অ। তবে সেই ভাল। আমাদের আর তিন দিন এ বাগানে অপেক্ষা করা চলিবে না।

গো। আমি বাহিরে যাই, তুমি তোমার স্ত্রীকে একটু এখানে থাকিতে বল।

গোবিন্দলাল বাহিরে গেলেন। অমরনাথ তাঁহার স্ত্রীকে সেই ঘরে কিয়ৎক্ষণের জন্য একা থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মোহিনী শিহরিয়া উঠিল—সে বলিল,—"বরং বাড়ী ফিরিয়া গিয়া মামি-শাশুড়ীর নিকট লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও শতপ্রকারে অপমানিত হইব, তথাপি আমি এই গৃহে একা থাকিতে পারিব না।"

কিন্তু অমরনাথ তাহাকে পুনঃ পুনঃ থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যখন কিছুতেই মোহিনী—তাহার স্বামীকে একা রাখিয়া যাওয়ার পক্ষে নিবৃত্তি করিতে পারিল না, তখন স্পষ্টতঃ বলিল,—"এই সকল কার্য্য আমার মনে ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার হৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

অমরনাথ দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন,—"কোন ভয় নাই। গোবিন্দলালবাবু পরমধার্ম্মিক ও সুশিক্ষিত, তুমি নিশ্চিন্ত-মনে একটুকু অপেক্ষা কর।"

মোহিনী আর এ অবস্থায় কি করিবে? অগত্যা স্বীকৃতা হইল। অমরনাথ বাহিরে আসিয়া গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আলোটি লইয়া গেলে, আমার স্ত্রী এ ঘরে থাকিতে পারে না, আমরা কি লইয়া যাইব? আপনি কি অন্ধকারেই আসিয়াছেন?

গো। না, আমি আলো আনিয়াছিলাম—কিন্তু আলো লইয়া এ বাগানে প্রবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া পথে একটা গাছে লণ্ঠনটি ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অবশ্য তন্মধ্যস্থ আলোটি নিভাইয়াই রাখিয়া আসিয়াছি।

অ। তবে কি প্রকারে যাইব ?

গো। ধীরে ধীরে বাগানের বাহির হইলে—বেশ পথ দেখা যাইবে এখন। আর এই ত নদী।

গোবিন্দলাল ও অমরনাথ বাহির হইলেন। মোহিনী ভিতর হইতে গৃহের সেই কীটভুক্ত ভগ্ন দরওয়াজা টানিয়া দিল।

উভয়ে কিয়দ্দূর যাইয়া পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইল। অমরনাথ অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল, আর গোবিন্দলাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, সহসা দুর্ব্বৃত্ত গোবিন্দলাল ভীষণ খড়্গোত্তোলনপূর্ব্বক সজোরে অমরনাথের গলদেশে আঘাত করিল। এক আঘাতেই অমরনাথ ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। কোনপ্রকার চীৎকারাদি কিছুই করিতে পারিল না। ছিন্নকণ্ঠ দেহটি মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মুণ্ডটী কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাগানের বাহির হইল, একটা বৃক্ষান্তরালে সন্ন্যাসী অপেক্ষা করিতেছিল, গোবিন্দলাল তদীয় হস্তে মুণ্ডার্পণ করিল।

সন্ন্যাসী মুণ্ড গ্রহণ করিয়া, কক্ষস্থ বোতল গোবিন্দলালের হস্তে অর্পণ করিলেন, গোবিন্দলাল বোতলের কাণায় মদ্য ঢালিয়া অনেক-খানি পান করিলেন। বোতলটি সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিয়া, খড়্গ-হস্তে পুনরায় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দলালের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত লাগিয়া গিয়াছে—নরহত্যা ও সুরাপানজনিত চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, মস্তকের কেশরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তিনি সেই গৃহ-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক দরওয়াজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন—"ও গো! শীঘ্র দুয়ার খোল।"

মোহিনী চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বামী তাহাকে দুয়ার খুলিতে না বলিয়া, গোবিন্দলাল বলে কেন? সে দুয়ার খুলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল বলিলেন,—শীঘ্র দুয়ার খোল। বিশেষ দরকার।

মোহিনী কথা না কহিয়া পারিল না। বলিল,—"আমার স্বামী কোথায়? তিনি কি আপনার সঙ্গে আসেন নাই?"

গো। হাঁ, তিনিও আসিতেছেন, তুমি শীঘ্র দুয়ার খোল, বিশেষ দরকার আছে।

মো। আমার বড় ভয় পাইতেছে, আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেই আমি দুয়ার খুলিয়া দিব।

গো। আমাকে অবিশ্বাস,—এই মুহূর্ত্তে দুয়ার না খুলিলে তোমার স্বামীর সমূহ বিপদ!

মোহিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সে দুয়ার খুলিয়া দিল। গোবিন্দলাল অতি দ্রুত গৃহপ্রবিষ্ট হইল। একি দৃশ্য! গোবিন্দলালের একি রাক্ষসী মূর্ত্তি! হায়, তবে কি মোহিনীর একমাত্র অবলম্বন অমরনাথ নাই।

মোহিনী চীৎকার করিতে যাইতেছিল, গোবিন্দলাল খড়্গোত্তোলন করিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"চীৎকার করিয়া ফল নাই, এখানে চীৎকার করিলে, কেহ শুনিতে পাইবে না।"

মোহিনী স্থিরভাবে দাঁড়াইল। তাহার মস্তকে কেশদাম খুলিয়া পৃষ্ঠলম্বিত হইয়া পড়িল। অসাবধানে বক্ষের বসন বক্ষবিচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চক্ষুর্দ্বয় জলভরে নম্র হইয়া পড়িল, গৃহস্থিত লণ্ঠনের সেই মৃদু আলোকে গোবিন্দলাল দেখিলেন,

কামমোহিনী মোহিনী মূর্ত্তি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। একবার সে কঠোর হৃদয়ও যেন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

মোহিনী বলিল,—"তুমি কি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ? আমার নিকট মিথ্যা বলিও না। আমি অসহায়া রমণী, আমি তোমার কি করিতে পারিব?"

গোবিন্দলাল কহিলেন,—"হাঁ, তাহাকে আমি হত্যা করিয়াছি।"

মো। কেন, তিনি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলেন? কেন এ সমস্ত ছলনা করিয়া তাঁহাকে এই ভীষণারণ্যে আনিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলে?

গো। তোমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই। আমি তাহা বলিব না।

মো। আমার রূপই কি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে? তুমিম কি আমার রূপে মজিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমাকে লাভ করিবার আশা কর?

গো। না।

মো। তবে কি?

গো। আমি বলিব না!

মো। আমাকে এখন কি করিবে?

গো। তোমার স্বামী যে পথে গিয়াছেন, তোমাকেও সেই পথে পাঠাইব, এই খড়্গে তোমাকে দ্বিখণ্ড করিব।

মো। আমরা বড় কষ্টে তোমার শরণ লইয়াছিলাম, দেবতা ভাবিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমাদিগকে হত্যা করিয়া কি সুখ পাইলে,—কোন্ অভীষ্ট তোমার পূর্ণ হইবে?

গো। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা বলিব না। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মো। আমাকে খুন করিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন জীবন। তোমার স্ত্রী নাই—আমাকে লইয়া কলিকাতায় চল, দুই জনে তথায় সুখে বসতি করিব।

গো। আমি আমার খেঁদুকে যেমন দেখি, আর কাহাকেও তেমন দেখি না—খেঁদুর জন্যই আমার সকল কার্য্য।

গোবিন্দলাল আর বিলম্ব করিলেন না। সজোরে মোহিনীর কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। কিন্তু খড়্গের ধারদিক না লাগিয়া উল্টাইয়া গেল, তাহার পশ্চাৎদিক মোহিনীর কণ্ঠদেশে লাগিয়া পৃষ্ঠদেশে লাগিল, সে আঘাতে মোহিনী মাটিতে পড়িয়া গেল। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল,—"নরাধম! ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাবি। আমি সতী; সতীর রত্ন কাড়িয়া লইলি—নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিলি, বড় আশায় তোর শরণাগত হইয়াছিলাম, ভালরূপেই শরণাগতের আশ্রয় দিলি। আমি বাঁচিতে চাহি না,—তোর সঙ্গে যে কলিকাতায় যাইতে চাহিতেছিলাম, তোকে ভালবাসিতে নহে—প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত করিতে। আমি পুলিশে তোকে ধরাইয়া দিতাম। সময় দিলি না—কিন্তু ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়া গেলাম; অবশ্যই—

গোবিন্দলাল আর সময় দিলেন না, তাহার হস্তস্থিত খড়্গ এবার সজোরে সমভাবে মোহিনীর কণ্ঠদেশে আঘাতিত হইল। দেহ হইতে কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন হইল,—ত্বরিত-গতিতে মুণ্ড লইয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন, এবং সন্ন্যাসী যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন,

তথায় গিয়া তাঁহার হস্তে মুণ্ডার্পণ করিলেন। শবদেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল রক্তাক্ত বস্ত্রাদি সমুদয় নদীতীরে পুঁতিয়া রাখিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

---

[১২]

প্রভাতকালে সন্ন্যাসী আসিয়া গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোবিন্দলালের তখন মদ্যের অবসন্নাবস্থা, তাঁহার মনটা তখন তত ভাল ছিল না। সন্ন্যাসী আসিয়া কিঞ্চিৎ কারণ-বারি প্রদান করিলে, গোবিন্দলাল তাহা পান করিলেন, এবং সুরার উত্তেজনা-ক্রিয়া আরম্ভ হইলে, গোবিন্দলাল সুস্থতানুভব করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আর একটি মুণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের সাধনারম্ভ হইতে পারে।"

গো। আজি বোধ হয় পুলিশ আসিতে পারে।

স। হাঁ,—মানুষে শবদেহ দেখিতে পাইলেই থানায় সংবাদ দিবে।

গো। মনে মনে এক একবার ভয়ও হয়, হয়ত বা ধরা পড়িয়া শেষে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হয়।

স। দেবোদ্দেশে হত্যায় পাপ নাই, সুতরাং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

গো। আমাদের গুরুদেব সেদিন বলিয়াছিলেন, যাহা পাপ—তাহা চিরকাল এবং সর্ব্বত্রই পাপ; চিরদিনই অকল্যাণকর। পাপে কখনই শান্তি এবং সিদ্ধি নাই।

স। তাঁহারা একদেশদর্শী। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস

কর। অধিক দিন গিয়াছে, অল্প দিন বাকি আছে, সত্বরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

পাপে যখন মানুষ মজিয়া পড়ে, তখন আর তাহার বিবেক-চৈতন্ত আদৌ থাকে না। প্রথমে মজিবার সময়, মধ্যে মধ্যে যে অনুতাপ উপস্থিত হয়, ক্রমে ক্রমে অধিকরূপে মজিয়া বসিলে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া সে আত্মগ্লানিও কমিয়া যায়। গোবিন্দলালেরও তদ্রূপাবস্থা, তাহার হৃদয়ে আগে যে আত্মগ্লানির বহ্নি মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত, এখন আর তাহা নাই—এখন সে হৃদয় পাপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল বলিলেন,—"পুলিশ আসিয়া গ্রামে পড়িলে আর একটি মুণ্ড সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে।"

স। আমি আর তোমার সহিত অধিকতররূপে ঘনিষ্ঠতা রাখিব না, তুমিও একটু সতর্কতাবলম্বন করিয়া থাকিও। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, সাধনার দিন অতি সন্নিকট। ইহার মধ্যে আর একটি মুণ্ড চাই।

গো। পুলিশ গ্রাম হইতে না চলিয়া গেলে, কেমন করিয়া কি হইবে?

স। দুই দুইটা খুন, তাহারা কি শীঘ্র গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে?

গো। দুই তিন দিনের অধিক থাকিবে না।

স। দুই তিন দিনেই কি তদন্ত পরিসমাপ্তি হইবে?

গো। তাহারা অধিক দিন থাকিয়া আর কি করিবে?

স। খুনের কিনারা করিতে না পারিলে উপরওয়ালারা কি বলিবে? এইরূপ খুন পূর্ব্বে আর একটা হইয়া গিয়াছে।

গো দারোগার রিপোর্ট যাইলে উপরওয়ালারা যদি সন্তুষ্ট না হয়, অন্য কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান তদন্তকারী পুলিশ চলিয়া গেলে, চারিপাঁচ দিন আর বড় কেহ আসিবে না।

স। মায়ের ইচ্ছায় তুমি সিদ্ধিলাভ কর, অদ্য আমি চলিলাম, তোমার সংবাদ পাইলে, আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

এদিকে প্রভাতে উঠিয়া শ্যামাচরণবাবুর স্ত্রী দেখিলেন, অমরনাথ যে গৃহে শয়ন করিতেন, সে গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ। গৃহমধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন, তাহাদের জিনিষ পত্র সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল কয়েকখানি কাপড় ও ব্যাগ নাই। অমরনাথের স্ত্রীরও সন্ধান নাই,—তিনি বুঝিলেন, তাহারা তাঁহাদিগকে না বলিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহিরে একটু ভাবান্তর দেখাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া সংবাদটা কর্ত্তাকে প্রদান করিলেন, সংবাদটা শুনিয়া কর্ত্তার চক্ষুতে দুই বিন্দু জল দেখা দিল, আর পূর্ব্বাবস্থা ও পূর্ব্ব স্মৃতি মনে জাগরুক হইয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল।

এই সময় গ্রামের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল,—বাবুদের মাঠের বাগানে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষের মুণ্ডহীন মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সকালবেলা সাধু মণ্ডল ও বামাচরণ ভুঁইয়া লাঙ্গল লইয়া যাইতে প্রথমে দেখিতে পায়, তৎপরে সেখানে

অনেক লোক জুটিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্যচৌকীদারও সেখানে গিয়া তাহা দেখিয়াছে, এবং গ্রামের মাতব্বর প্রজাকে ডাকিয়া সেখানে রাখিয়া সংবাদ দিতে থানায় দৌড়িয়াছে।

শ্যামাচরণবাবুও অতি সত্বর এ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—মাতৃ-পিতৃহীন তাঁহার পালিত অমরনাথই কি তবে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করিয়াছে। হায়! কেন তিনি গৃহিণীকে ধমক না দিলেন, কেন তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অন্ন একমুঠা খাওয়াইয়া তাহাদিগকে গৃহে স্থান না দিলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি বাবুদের বাগানে গমন করিলেন। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। একটা বৃক্ষতলে মুণ্ডহীন পুরুষ-দেহ—আর সেই বাগান-মধ্যস্থ ভগ্নগৃহে মুণ্ডহীন স্ত্রীদেহ। পুরুষ দেহটি স্থানে স্থানে শৃগাল খাইয়া ফেলিয়াছে—স্ত্রী-দেহটি অবিকৃতই আছে।

শ্যামাচরণবাবু প্রথমে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, কারণ, দেহ হইতে মুণ্ড বিছিন্ন হইয়াছে। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া তিনি উত্তমরূপেই চিনিতে পারিলেন যে, এ দুটি দেহই তাঁহার যত্নপালিত অমরনাথ ও অমরনাথের স্ত্রীর, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

বেলা প্রায় স্বার্দ্ধ-প্রহরের সময় কয়েকজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া সংবাদদাতা চৌকীদারসহ একটা খুব বড় সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগাবাবু আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু আসিয়া প্রথমেই এক হুঙ্কার ছাড়িলেন, বলিলেন—"গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া খুনের আস্কারা করিব।" বলিতে বলিতে পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া অতি জোরে একটা

কাঠি জ্বালিয়া ফেলিলেন। যে দর্শকেরা দর্শন করিয়াছিল, তাহারা ভাবিল, বুঝি ঐ কাঠির আগুন জ্বালিয়াই গ্রাম দগ্ধ করিবে, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের ভ্রম নিবারণ হইল। দেখিতে পাইল, সেই আগুনে চুরুট্ ধরাইয়া একগাল ধূয়া দর্শকদিগের মুখের দিকে ছাড়িয়া দিয়া ধীর-পদবিক্ষেপে দারোগাবাবু শবদ্বয়সন্নিধানে গমন করিলেন। শবদেহ দেখিয়া বলিলেন,—"এ কাহার কাহার দেহ? এবং কাহার কাহার দ্বারা ও কি উদ্দেশ্যে খুন করা হইয়াছে।"

কে তাহার উত্তর দিবে। কেবল শ্যামাচরণবাবু বলিলেন,—মৃত-দেহ দুইটি আমারই আত্মীয়ের। পুরুষ-দেহটি আমার ভাগিনেয়ের, এবং স্ত্রী দেহটি আমার ভাগিনেয় বধূর।

দারোগাবাবু চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন,—"তাহা ত বুঝিলাম, ইহাদের মুণ্ড কোথায়? মুণ্ডচুরী কে করিল, এবং খুনই বা কে করিয়াছে? যখন তোমার আত্মীয়, তখন এ সংবাদ রাখা তোমার একান্তই উচিত।

শ্যামাচরণবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি যদি সে সকলই জানিতে পারিতাম, তবে কি আমার স্নেহের ধনেরা ঐরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইত?"

দারোগাবাবু তাঁহার সে উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ শ্যামাচরণকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। শেষে অন্যান্য দর্শকগণের উপরও যথেষ্ট অনুগ্রহ ও আপ্যায়িত করিয়া, শেষে শবদেহ দুইটি গ্রামের মধ্যে লইতে আদেশ দিয়া, স্নানাহারজন্য গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন।

দুই তিনদিন গ্রাম হুলস্থুল করিয়াও দারোগাবাবু খুনের

কোনরূপ কিনারা করিতে না পারিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া থানায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন,—"তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী স্বয়ং এই খুনের তদন্তজন্য আগমন করিতেছেন। কারণ, অল্পদিন মধ্যে এই ক্ষুদ্রগ্রামে কতকগুলি খুন ও তাহাদের মুণ্ডচুরী হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশের দ্বারা তাহার কোনরূপ অনুসন্ধান হয় নাই।"

সংবাদ পাইয়া দারোগাবাবুর থানায় যাওয়া স্থগিত হইল। তখন অতি ব্যস্তভাবে তিনি গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পুলিশের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী মহাশয়ও আজি দুইদিন হইল, এখানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু খুনের কোনপ্রকার আস্কারা করিতে না পারিয়া, তিনিও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া রাত্রিকালে উর্দ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারী মহাশয় গ্রামের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, মনের ভাব, যদি কেহ কোথাও গোপনে এই হত্যাদি সম্বন্ধে কোনপ্রকার আলোচনাদি করে; এবং তাহা শুনিয়া যদি কোনপ্রকার সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্তরাত্রি সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়াও তাহার কোন প্রকার কিছুই জানিতে বা শুনিতে পাইলেন না। নিশিশেষে তিনি অতি বিষণ্নমনে বাসায় ফিরিতেছিলেন,—সেদিন শুক্ল-পক্ষের নিশি, দশমী কি একাদশী তিথি হইবে। এইমাত্র শশধর অস্তগত হইয়াছেন, ভাসা ভাসা অন্ধকার-রাশি জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে—স্বন্ স্বন্ করিয়া বাতাস বহিতেছিল। সহসা ইংরেজ-কর্ম্মচারী মহাশয় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

তিনি সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি বালিকা দাঁড়াইয়া। বালিকার সমস্ত কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন—সে সমুদয় স্থল হইতে রুধিরধারা বাহির হইতেছে। মস্তকের চুলরাশি বাতাসে দুলিতেছে—বালিকা বলিল,—"আপনি ইংরেজ; আপনি ভূত মানেন?"

কর্ম্মচারী মহাশয় হৃদয়ে বলসঞ্চার করিয়া বলিলেন,—"না।"

বা। আমি ভূত হইয়াছি। আপনি কেন ভূত মানেন না? দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা ত ভূত মানেন। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি আপনার খুনের সন্ধান করিয়া দিতেছি।

ক। ভাল,—তাহাই বল।

বা। গোবিন্দলাল নামক এক ব্রাহ্মণ-যুবক এই গ্রামে বাস করে, সেই এ সকল খুন করিয়াছে। প্রথমে তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া মুণ্ডচুরি করে। তারপর আমার মায়ের সহিত প্রণয় করিয়া, আমাকে চুরি করিয়া লইয়া কাটিয়া মুণ্ডচুরি করে—আমি ভূত হইয়া মাকে সমস্ত কথা বলি, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সমুদয় ঘটনা জানাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করি—তিনি নিজ কুকর্ম্ম প্রকাশভয়ে তাহা প্রকাশ করেন না, আমার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে ভীত হইয়া তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে এই দম্পতিকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চাকুরী দিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া, এই বাগানে আনিয়া হত্যা করিয়া মুণ্ড লইয়া গিয়াছে।

ইংরেজ-কর্ম্মচারী মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন, ছায়ামূর্ত্তি সেই সমুদয় কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, তিনি

সাহসে ভর করিয়া বলিলেন—"মুণ্ড লইয়া গোবিন্দলাল কি করিবে ?"

বা। সে পঞ্চমুণ্ডী করিয়া তদুপরি কালিদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সাধনা করিবে।

ক। তাহাতে কি হয় ?

বা। নরক হয়। সয়তানে বোঝে—সয়তানের খেলা।

ক। যে সকল কথা বলিলে, তাঁহার সাক্ষীআদি মিলিবে ?

বা। বড় না। গোবিন্দলাল খুন করিয়া তাহার বস্ত্রাদি যেথানে যেথানে পুতিয়া রাখিয়াছে তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।

ছায়ামূর্ত্তি সন্ন্যাসীর কথা, এবং যেথানে যেথানে গোবিন্দলাল বস্ত্রাদি পুঁতিয়া রাখিয়াছে, ও যাহা করিয়াছে, সমস্ত বলিয়া দিল। তৎপরে বলিল, এই মোকদ্দমা জজসাহেবের নিকট উঠিলে, আমি গিয়া সাক্ষী দিব, প্রতিহিংসানলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে।

এই কথা বলিয়া ছায়ামূর্ত্তি শূন্যে মিশিয়া গেল। কর্ম্মচারী মহাশয় অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সে রাত্রে আর তাহার নিদ্রা হইল না। বিবিধ প্রকারের ভাবনা-চিন্তায় নিশি প্রভাত হইয়া গেল।

ছায়ামূর্ত্তির কথা পুলিশ-কর্ম্মচারী মহাশয়ের প্রথমে প্রহেলিকা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। কাহার না হয় ? প্রহেলিকার উপরে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে তাহার প্রথমতঃ খুব বেশী সাহস হইল না। কিন্তু তথাপি তিনি অন্য সূত্রাভাবে একান্ত অনিচ্ছায় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধানের আরম্ভটা

হেলায় তাচ্ছিল্য ও অনিচ্ছার ভাবে হইলেও উহার পরিসমাপ্তি যারপর নাই বিস্ময়কর হইয়া পড়িল। ছায়ামূর্ত্তির কথিত সমস্ত স্থানে সমস্তই পাওয়া গেল।

পুলিশ কোম্পানি এইরূপ হত্যার সূত্র পাইয়া গোবিন্দলাল ও সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। পরবর্ত্তী সেসনে তাহাদিগের বিচার হইল। বিচারে গোবিন্দলাল আত্মদোষ স্বীকার করিল,—কিন্তু সে প্রকার সাক্ষী মিলিল না। সন্ন্যাসী দোষ স্বীকার কবিল না,—কিন্তু গোবিন্দলাল তাহার বিপক্ষে সাক্ষী, তথাপি সে দোষী—দুই একটা সামান্য সামান্য সাক্ষী তাহাদিগের বিপক্ষে যাহা মিলিল, তাহারই বলে জজসাহেব সন্ন্যাসীকে পাঁচ বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইলেন, এবং গোবিন্দলালকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা করিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যা ও ছায়াদর্শনের এই ভয়াবহ ও অদ্ভুত কাহিনী দেশের লোকের মুখে মুখে আলোচিত হইতে লাগিল। সমস্ত সংবাদপত্রে লিখিত হইতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

কলিকাতার মাণিকতলা ষ্ট্রীটের রামবাগান একটা প্রসিদ্ধ বেশ্যাপল্লী। এই পল্লীতে নীলিমা নাম্নী একটি বেশ্যা বসতি করে,— বেলা দশটা বাজিয়াছে, নীলিমা স্নানাদি করিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এমন সময় একখানা বাঙ্গালা খবরের কাগজ হাতে করিয়া একটি যুবক হাসিতে হাসিতে তাহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল,—কি গো! অত হাসি কেন? হাতে ও কিসের কাগজ?

যিনি আসিলেন, তিনি একজন এটর্ণি, নামটী ঠিক মনে নাই, হরেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, শ্যামধন কি জ্ঞানেন্দ্রনাথ হইবে।

তিনি তদ্বৎ হাসিতে হাসিতে সুর করিয়া বলিলেন—"সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা।"

তোমার পীরিতের কানাই যে দ্বীপান্তরে চলিল। এই পড়।

নী। কে দ্বীপান্তরে চলিল?

আগন্তুক। তোমার গোবিন্দলাল এই, দেখ।

নীলিমা। ওমা, সে কি?

সে আসিয়া কাগজখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

আগন্তুক কাগজখানি খুলিয়া গোবিন্দলালের মোকদ্দমা, ভৌতিক-সংবাদ ও খুনের কথা পাঠ করিলেন, এবং তাহার দ্বীপান্তরের আজ্ঞাও শুনাইলেন, সে দ্বীপান্তর যাইবার দিন, অদ্য, শুক্রবার এগারটার সময় এণ্ডামানগামী জাহাজ খুলিবে। সেই জাহাজেই গোবিন্দলাল জন্মের মত ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবেন।

নীলিমা মূৰ্চ্ছিতা হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। আগন্তুক যতটা রহস্য করিয়া নীলিমাকে সংবাদ প্রদান করিলেন, শেষে দেখিলেন, ব্যাপারটা তত সহজ নহে।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমার জ্ঞান হইল,—সে চাহিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল,—"আমার গোবিন্।"

নীলিমা উঠিয়া বসিল। তাহার প্রাণের ভিতর অসহ্য যাতনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল,—"আপনি আমার বন্ধুর কাজ করুন, জন্মের শেষ একবার গোবিন্‌কে দেখান। এখনও সময় আছে—এখনই একখান দ্রুতগামী গাড়ী ডাকাই, একবার জাহাজের কাছে চলুন—জন্মের শোধ একবার গোবিন্‌কে দেখিয়া আসি।

বেহারা তখনই গাড়ী ডাকিয়া আনিল। আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া নীলিমা জাহাজের ঘাটে চলিল। তাহারা যখন ঘাটে উপস্থিত হইল,—তখন এগারটা বাজিয়াছে, জাহাজে হুইসেল দিতেছিল। জাহাজ খুলিবার আর বিলম্ব নাই। গোবিন্দলাল বন্দী-অবস্থায় একধারে দাঁড়াইয়া দীন-নয়নে জন্মের মত জন্মভূমি দর্শন করিতেছিলেন। সহসা তীরে নীলিমাকে দেখিতে পাইলেন,— উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"নীলিমা জন্মের শোধ চলিলাম, আর দেখা হইবে না। হৃদয়ের সদ্বৃত্তি হারাইয়াই এ পাপ করিয়াছি। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম,—কিন্তু চিরদিন ও মূর্ত্তি এ হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।"

সমাপ্ত

ওগো ! প্রণয়ী প্রণয় তরে যাচিছে প্রণয় ভিক্ষা,
আছ কেবা প্রেমময়ী দাও গো তারে প্রণয় দীক্ষা !

মিলন-মন্দির, স্ত্রী, পথের আলো রচয়িতা

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের

বাল্য-রচনা

প্রণয়ী

পূজার প্রীতির অর্ঘ্য লইয়া শুভ আশ্বিনের শুভ-দিনে
প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রী[illegible] লাইব্রেরী
৯৮।১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

—নূতন পুস্তকের তালিকা—

মধু মিলন	(মিলন মধুর উপন্যাস)	চতুর্থ সংস্করণ
মার্হাঠীমেয়ে	(রহস্যময় উপন্যাস)	তৃতীয় সংস্করণ
সতীলক্ষ্মী	(পল্লী চিত্র)	,, ,,
মাধব মন্দির	(উপন্যাস)	,, ,,
হিন্দু-সতী	(সতীর তেজ)	,, ,,
রাজপুত বীরাঙ্গনা	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	দ্বিতীয় সংস্করণ
মতিঝিল	(,,)	চতুর্থ সংস্করণ
স্ত্রীর-চিঠি	(দাম্পত্য পত্রাবলী)	দ্বিতীয় সংস্করণ
ব্যথার শেষ	(নারী জাগরণ)	,, ,,
গৃহ-লক্ষ্মী	(চরকা ও অহিংস অসহ-যোগ মূলক উপন্যাস)	,, ,,
হত্যা-বিভীষিকা	(রোমাঞ্চকর-ডিটেকটিভ উপন্যাস)	,, ,,
রুদ্ধ আবেগ	(আধুনিক সভ্যতামূলক উপন্যাস)	তৃতীয় সংস্করণ
সইয়ের বর	(স্ত্রী পাঠ্য উপন্যাস)	দ্বিতীয় সংস্করণ
খুনিকে খুন	(ডিটেকটিভ উপন্যাস)	,, ,,
প্রেমের স্বপন	(মিলনাত্মক উপন্যাস)	,, ,,

* প্রত্যেক পুস্তকখানি সুন্দর বহুমূল্য এ্যান্টিক্ কাগজে মুদ্রিত ও সুন্দর সুন্দর রঙ্গিন চিত্রে শোভিত।